রাঁচি, শনিবার
29:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>285 >>12 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮৫ >> << ১২ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

রুশ চীনের নেতার সামনে উত্তর কোরিয়ায় প্যারেড

পিয়ংইয়ং : কোরিয়া যুদ্ধের ৭০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে পিয়ংইয়ংয়ে সামরিক প্যারেড হলো। অভিবাদন নিলেন কিম জং উন। কিমের দুই পাশে ছিলেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা লি হংঝং। ২৭ জুলাই এমনিতেই বিজয় দিবস হিসাবে পালন করে উত্তর কোরিয়া। এবার ছিল তার ৭০তম বার্ষিকী। সরকারি মিডিয়া জানিয়েছে, পরমাণু অস্ত্র বহন করতে পারে এমন ক্ষেপণাস্ত্র ও নতুন ড্রোন ছিল প্যারেডের অন্যতম আকর্ষণ। দুইটি অস্ত্রই উত্তর কোরিয়ার সেনার হাতে সদ্য তুলে দেয়া হয়েছে। কিম ইল সুং স্কোয়ারে এই প্যারেড হয়। একটা বারান্দা থেকে তা দেখেন কিম জন উন, সের্গেই শোইগু, লি হংঝং ও অন্যরা। উপগ্রহ ছবিতে দেখা গেছে, এই প্যারেড দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিলেন। করোনার পর এই প্রথম কোনো বিদেশি নেতা উত্তর কোরিয়ায় গেলেন। সের্গেই শোইগু ও লি হংঝংয়ের উপস্থিতি তাই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর এখন অ্যামেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়া ও তার সহযোগী দেশের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া ও চীনের নেতার উপস্থিতিতে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল প্যারেডে সামিল করলো উত্তর কোরিয়া।

বাজার দর
SENSEX : 66160.20 -106.62
NIFTY : 19646.05 -13.85

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °C	25.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .32 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .17 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গ্রীক দাবানল এথেন্সের উপকণ্ঠে পৌঁছেছে

এথেন্স : এথেন্সের অদূরে বৃহস্পতিবারদাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড বাতাসের কারণে গ্রীসের চারপাশেআগুন ছড়িয়ে পড়ার ফলেমহাসড়কে যানবাহন চলাচল এবংরেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। গত দুই সপ্তাহ ধরে পরপর তিনটিভূমধ্যসাগরীয় তাপপ্রবাহের ফলে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে দাবানলছড়িয়ে পড়েছে এবং দমকল বাহিনীর দুইজন পাইলটসহ পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। রোডস দ্বীপ থেকে সপ্তাহান্তে বিপুল সংখ্যক পর্যটকদেরসরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এথেন্সের ঠিক উত্তরে অবস্থিতকিফিসিয়ায় বৃহস্পতিবার ভোরেহেলিকপ্টার থেকে পানি ঝরানো হয় এবং স্থলভাগের ক্রুরা আগুননিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। মধ্যাঞ্চলীয় শহর ভোলোসের কাছেদুটি মুখে দাবানল ছড়িয়ে পড়ায়গ্রীসের ব্যস্ততম মহাসড়কের একটিঅংশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখতেবাধ্য করা হয়। আর ঐ অঞ্চল অতিক্রমকারী জাতীয় রেল পরিষেবা বিলম্বিত হয়। দমকল বাহিনীর কর্মীরা টানা দশমদিনের মতো রোডসের আগুননেভানোর চেষ্টা চালানোর সময়এভিয়া দ্বীপে আগুন লাগার খবরপাওয়া যায়। স্যাটেলাইট ডেটা বিশ্লেষণকারীইউরোপীয় ইউনিয়নের সংস্থাকোপারনিকাস অ্যাটমোস্ফিয়ারমনিটরিং সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী২০ বছর আগে রেকর্ডের পর জুলাইমাসে গ্রীসে দাবানলের কারণে কার্বননিঃসরণ সবচেয়ে বেশি মোট ১মেট্রিক মেগাটনেরও বেশি এবং যা আগের রেকর্ডের দ্বিগুণ।

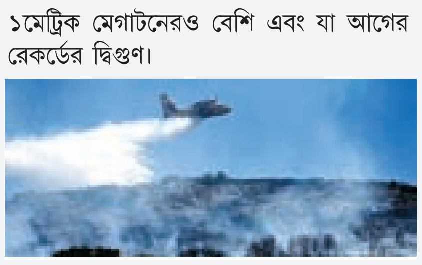

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ঢাকা : শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। এ বছর গড় পাশের হার ৮০ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সারা দেশে জিপিএ৫ পেয়েছে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ জন। তবে গত বছরের চেয়ে এবছর জিপিএ৫ কমেছে ৮৬ হাজার ২৪ টি। জিপিএ৫ ও পাসের হারে এবারও ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। ছেলেদের পাসের হার ৭৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। সর্বোচ্চ পাসের হার বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে ৯০ দশমিক ১১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন সিলেট শিক্ষাবোর্ডে ৭৬ দশমিক ০৬ শতাংশ।

ভবিষ্যতের সেবিকা গার্মি

বার্লিন : বৃদ্ধাশ্রম এবং হাসপাতালে ইতোমধ্যে সেবিকাদের সহায়তায় কাজ করছে রোবট। কিন্তু কখনো কি সেবিকাদের বদলে শুধু রোবট দিয়ে বৃদ্ধদের সহায়তা করা যাবে?

মিউনিখে একদল গবেষক এমন এক মানবিক রোবট তৈরি করছে যা সেবিকা হিসেবে কাজ করতে বিশেষভাবে পারদর্শী হবে।

রোবট ঔষধ বিতরণ করতে পারে এবং লিফট চালাতে পারে। সেগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শয্যাশায়ী রোগীদের ইতোমধ্যে যত্ন নিতে শুরু করেছে। এগুলো মূলত ওয়েটার হিসেবে কাজ করে এবং সহজ নির্দেশ অনুসরণ করে।

এই তরুণ গবেষকরা এই পরিস্থিতি বদলাতে চান। রোবটকে বুদ্ধিমান বানাতে চান তারা।

মিউনিখ ইন্সটিটিউট অব রোবোটিক্সএ তারা গার্মি তৈরি করেছেন। মানবিক রোবটটি বৃদ্ধদের সহায়তা করে।

মানুষের মতো চলাফেরা করতে গার্মিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী প্রোগ্রামিং করা হয়। কারণ, গার্মিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা ধরনের কাজ করতে হবে। টেকনিশে ইউনিভার্সিটেট ম্যুনশেনের ড. হামিদ সাদেঘিয়ান এই বিষয়ে বলেন, ''একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। যেমন, আমরা আল্ট্রাসাউন্ড দূর থেকে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে চাই। ফলে এটা হেল্থকেয়ার অ্যাপ্লিকেশন্স এর একটি উদাহরণ। এছাড়া নিত্যদিনের কাজ, যেমন ওয়েটার হিসেবে পানি নিয়ে যাওয়া বা বয়োজ্যেষ্ঠদের ঔষধ দেয়া রয়েছে।''

গার্মির মানুষের মতো দেখতে হাত রয়েছে। অনেক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর গার্মি এক পর্যায়ে অন্য রোবটের তুলনায় ভালোভাবে নড়াচড়া করতে পারবে।

মিউনিখে সেরা নার্সিংকেয়ার রোবট তৈরির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে। গার্মি একসময় মেডিকেল পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে।

আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার মতো কাজ গার্মি একদিন করতে সক্ষম হবে। পরীক্ষায় অংশ নেয়া রোগী ড. গ্যুন্টার স্টাইনবাখ্ নিজেও একজন চিকিৎসক, প্রকল্প পরামর্শক এবং অবসরভোগী। তিনি এই রোবটের ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী।

ড. স্টাইনবাখ্ বলেন, ''এটা একটা মোবিলিটি ইস্যু। আমার আর বয়স্ক রোগীকে নার্সিং হোম থেকে হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কার্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে না। এবং এতে অনেক সময় বেঁচে যাবে।''

তাদের গবেষণা ইতোমধ্যে ফল দিতে শুরু করেছে। অবতার রোবোট বাহু মিউনিখ ইউনিভার্সিটি হসপিটালে ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামী দশবছরের মধ্যে গার্মিও অন্যতম বুদ্ধিমান এবং কার্যকর রোবট হিসেবে চিকিৎসা খাতে অবদান রাখতে পারবে।

ময়লা নিয়ে জার্মানিকে আদালতে নেয়ার হুমকি পোল্যান্ডের

পোল্যান্ড : পোল্যান্ডে অবৈধভাবে ফেলা ময়লা সরিয়ে না নিলে জার্মানিকে আদালতে নেয়ার হুমকি দিয়েছেন পোল্যান্ডের পরিবেশমন্ত্রী আনা মসকভা। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে ইউরোপীয় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে পোল্যান্ড। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে মসকভা জানান, বর্তমানে জার্মানির অন্তত ৩৫ টন ময়লা পোল্যান্ডের সাতটি অননুমোদিত আবর্জনার স্তূপে পড়ে আছে। এগুলো সরিয়ে নিতে জার্মানির প্রতি আহ্বান জানান তিনি। মসকভা বলেন, ময়লার ব্যাপারে জার্মানির কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা বলেছে, বিষয়টি দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তবে রাজ্য সরকারগুলো এখনও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তিনি বলেন, ''আমরা ইউরোপীয় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিচার আদালতে যাওয়ার আগে এটি প্রথম পদক্ষেপ।'' ইউরোপীয় কমিশন বলেছে তারা পোল্যান্ডের অভিযোগ সম্পর্কে শুনেছে, তবে এখনও আনুষ্ঠানিক নথিপত্র পায়নি। জার্মানির পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলেছে, তাদের কাছে অভিযোগ করা হয়নি, তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে মুখপাত্র ক্রিস্টোফার স্টলৎেসনব্যার্গ বলেছেন, অবৈধ বর্জ্য রপ্তানির বিষয়ে জার্মান সরকার উদ্বিগ্ন। তিনি এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, বার্লিন নয়, বরং অবৈধ বর্জ্য রপ্তানি বিষয়ে তদন্ত ও সেগুলো ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলোর। সম্ভব হলে বার্লিন 'অনানুষ্ঠানিকভাবে' এ বিষয়ে সহায়তা করে থাকে বলেও জানান তিনি। পোল্যান্ডে জমা হওয়া বিদেশি বর্জ্য অনেক বছর ধরেই একটি আলোচিত বিষয়। এ বছরের শেষদিকে পোল্যান্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে এই বিষয়ে আলোচনা আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গত সপ্তাহান্তে প্রায় পাঁচ হাজার টন রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে একটি সংরক্ষণাগার পুড়ে যাওয়ায় বিষয়টি আরও গুরুত্ব পাচ্ছে।

আফগান সংকট পর্যালোচনায় নারী অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে চাপ দেওয়া হয়েছে জাতিসংঘের দূতকে

কাবুল : অধিকার বিষয়ক একটি নজরদারি সংস্থা বুধবার বলেছে যে, আফগানিস্তান সঙ্কটে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নির্ধারিত স্বাধীন মূল্যায়নের কেন্দ্রে থাকা উচিত সে দেশের মানবাধিকার, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের অধিকারের বিষয়টি। হিউমান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে, এই মূল্যায়নের নেতৃত্বদানকারী জাতিসংঘের বিশেষ সমন্বয়কারী ফেরিদুন সিনিরলিওলুকে সুপারিশগুলির কথা জানানো হয়েছে। তাকে আফগানদের অধিকার লঙ্ঘনের সমাধান করতে এবং তালিবানসহ যারা অন্যায়ের জন্য দায়ী সেই ব্যক্তিদের জবাবদিহি করার আহ্বান জানিয়েছে। হিউমান রাইটস ওয়াচে নারীদের অধিকার বিভাগের সহযোগী পরিচালক হিথার বার বলেন, বর্তমানে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর নারী অধিকার সংকট। আফগানিস্তানের সঙ্কট প্রবল এবং তালিবানের অন্যায় গভীরতর হচ্ছে যা ইতোমধ্যেই একটি বিধ্বংসী মানবিক সংকট। বার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অকার্যকর ও মানবাধিকার বিষয়ে অপর্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী বলে সমালোচনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, জাতিসংঘ নির্দেশিত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ভয়াবহ পরিস্থিতির আরও কার্যকর উত্তর দিতে পারে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এপ্রিল মাসে বিশেষ সমন্বয়ক হিসেবে সিনিরলিওলুকে নিয়োগের ঘোষণা দেন এবং আফগানিস্তানের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক, মানবিক এবং উন্নয়নকারী কুশীলবদের মধ্যে সমন্বিত ও সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুপারিশ প্রদান করতে তুর্কি সরকারের এই সাবেক সিনিয়র কূটনীতিককে অনুরোধ করেছিলেন। এই পদক্ষেপটি মার্চ মাসে নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব থেকে উঠে এসেছিল যাতে জাতিসংঘকে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে তার সদস্যদের এ বিষয়ে মূল্যায়ন করে তথ্য দিতে বলা হয়েছিল।

আন্দোলন স্থায়ী সরকারি শিক্ষকরা আর আন্দোলনের পথে বিশেষ যান না

আড়াই বছর ধরে বিক্ষোভ, তাদের কথা কে শোনে?

কলকাতা (গৌতম হোড়) : সরকারি স্থায়ী শিক্ষকরা আন্দোলনে বেশি যান না। আর বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা আংদোলন করলেই তো চাকরি যায়।

এই লেখা যখন লিখছি, তখনও কলকাতায় বিক্ষোভ চলছে। শিক্ষকদের নয়, শিক্ষকের চাকরি প্রত্যাশীদের। যারা শিক্ষক হওয়ার পরীক্ষায় পাস করেছেন। তবু চাকরি পাননি। কারণ, চাকরি তো পেয়েছেন অন্যরা। পেয়েছেন মন্ত্রীর মেয়ে। পেয়েছেন, যাদের নম্বর কম ছিল, কিন্তু যারা যথাস্থানে নজরানা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। শিক্ষকের চাকরির দাবি নিয়ে প্রায় নয়শ দিন ধরে রাজপথকেই তাদের ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন এই মানুষরা। কিন্তু তাদের কথা শোনে কে?

বিষয়টি এখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন। আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করছে। টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয় জড়িত থাকলে ইডিও দেখছে। এখনো পর্যন্ত যে খবর এসেছে, তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট। তৃণমূলের রাজত্বে শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার একটাই নীতি, ফেলো কড়ি মাখো তেল। টাকা না দিলে শিক্ষকের চাকরি হয়নি। আর টাকা দিলে পদ না থাকলেও তা তৈরি করে চাকরি হয়ে গেছে। টাকা না দিলে? তাহলে ওই রাস্তায় নেমে আন্দোলন। দিনের পর দিন অবহেলা, বঞ্চনা। ভাবুন তো, সকালে উঠে রান্না করে খেয়ে, অন্যদের খাবার ব্যবস্থা করে ঘণ্টা দুই বা তিনেকের ট্রেন সফর করে মেয়েকে নিয়ে মা এসে ধরনায় বসতেন। দিনের পর দিন। উৎসব নেই, ভালোলাগা নেই, সাধ আহ্লাদ নেই, আছে শুধু লড়াইয়ের ইতিহাস।

কতদিন টানা যেতে পারে এই আন্দোলন? আড়াই পেরিয়ে তিন বছরের দিকে যেতে চলেছে সেই হবু শিক্ষকদের প্রতিবাদ। কিন্তু সবকিছুই তো একদিন শেষ হয়ে যায়। পয়সা, উদ্যম, আশা, লড়াইয়ের শক্তি, সব। এ লড়াই তো ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে। যাদের কাছে সরকারি ক্ষমতা আছে। তাদের বিরুদ্ধে এরকম দিনের পর দিন মাটি কামড়ে পড়ে লড়াই করাটা খুবই কঠিন। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে লড়াই করতে হয়। মিডিয়া কিছুদিন পরে তাদের ভুলে যায়। মানুষের স্মৃতি থেকেও তারা দূরে সরে যান। ঠিক সেটাই হয়েছে। ধীরে ধীরে ধরনামঞ্চে মানুষ কমতে শুরু করেছে। এখন মাত্র কয়েকজন সেখানে ধরনা দিচ্ছেন। আশার কথা একটাই, প্রতিবাদ মুছে যায়নি। আশার কথা হলো, এখনো আদালতে বিচার বাকি।

এ তো গেল যারা শিক্ষক হননি, তাদের কথা। যারা হয়েছেন, তারা? হয়ত ঘুষ দিয়ে হয়েছেন, হয়ত বেনিয়ম করে হয়েছেন, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশে যখন তাদের চাকরি গেছে, তখন তারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন, বাড়িতে অসুস্থ বাবামা, চাকরি গেলে খাবেন কেমন করে? এসব কথা বেনিয়ম করার সময় মনে ছিল না। চুরি বিদ্যা ততদিনই বড় বিদ্যা, যতদিন কেউ ধরা না পড়ে। পড়লে তো আঠারো ঘা লাগবেই। আর এ কেমন কথা, দুর্নীতি করব, ঘুষ দিয়ে চাকরি নেব, ধরা পড়লে আবেগের তাস খেলব! তা হয় নাকি?

পশ্চিমবঙ্গে নিয়মিত শিক্ষকরাও আন্দোলন করছেন, তবে তা বকেয়া ডিএ পাওয়ার দাবিতে। এক্ষেত্রে তারা বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করছেন না। সব সরকারি কর্মী একসঙ্গে করছেন। তার মধ্যে শিক্ষকরাও আছেন। বছরখানেক ধরে এই আন্দোলন চলছে।

তবে শিক্ষকদের নিজেদের কোনো বড় আন্দোলন এখন আর হয় না। পশ্চিমবঙ্গে দুই ধরনের শিক্ষক আছেন। সরকারি ও সরকার স্পনসরড স্কুলের শিক্ষকরা এবং বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা। সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষকরা স্কেলে বেতন পান। অবসরের পর পেনশন পান। তাই বেতন, পেনশনের জন্য তাদের আন্দোলন করতে হয় না। ফলে তাদের আন্দোলনের ক্ষেত্র কমে গেছে। এখন যেমন ডিএর দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকদের কথা না বলাই ভালো। এই বেসরকারি স্কুলে অবিভাবকদের কাছ থেকে যে হারে টাকা নেয়া হয়, তার ছিটেফোঁটাও শিক্ষকরা পান না। কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে, দিল্লির বড় পাবলিক স্কুলগুলিকে বাদ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে য়ে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গজিয়ে উঠেছে, তাতে শিক্ষকদের অবস্থা যারপরনাই খারাপ। তাদের আন্দোলনের জায়গাও নেই। আন্দোলন করলেই তো চাকরি যাবে।

তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি ঘটনাও ঘটেছে। বাম আমলে শিক্ষকদের প্রধান সংগঠন ছিল বামপন্থিদের দখলে। তৃণমূল ক্ষমতা আসার পর তা চলে গেছে তৃণমূলের দখলে। ফলে তারা তো আর নিজের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে না। ভারতের অন্য রাজ্যে পরিস্থিতিটা এমন নয়। বিহারে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে ছিল, বিহারের বাসিন্দারাই কেবল শিক্ষকের চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেই নিয়ম বদল করে এখন করা হয়েছে, যে কোনো রাজ্যের মানুষই আবেদন জানাতে পারবেন। সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন শিক্ষকরা। রাজভবন অভিযান করতে গিয়ে তারা পুলিশের লাঠি খেয়েছেন। বিহারে নানা দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করেন। পাঞ্জাবে চাকরির নিশ্চয়তার দাবি করে শিক্ষকরা আন্দোলন করছিলেন। সাংরুরে তারা মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের বাড়ির দিকে যেতে চান। তাদের সমর্থনে এসেছিলেন কৃষক নেতারা। পুলিশ ব্যাপকভাবে লাটিপেটা করে। এরকম ঘটনা পাঞ্জাবজুড়েই হচ্ছে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট এবং অ্যাড হক লেকচারাররা কিছুদিন আগেও আন্দোলন করেছেন।

অবিচার আছে, আন্দোলন আছে, তবে সেটা এখন মূলত করেন অস্থায়ী শিক্ষকেরা। স্থায়ী সরকারি শিক্ষকরা আর আন্দোলনের পথে বিশেষ যান না।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীর মধ্যে লাভ জিহাদ হয়েছিল বলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এভাবে হিন্দু বিরোধী স্থিতি অব্যাহত রাখলে অবশেষে একমাত্র মসজিদ এবং মাদ্রাসায় জায়গা পাবে কংগ্রেস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত বিতর্কিত মন্তব্য। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেছেন মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণ লাভ জিহাদের মাধ্যমে রুক্মিনীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর বিবাহ নাকি ছিল লাভ জিহাদের ফল। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই মন্তব্যের পর সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীর মধ্যে প্রেম ছিল কিন্তু জিহাদ ছিল না। হিন্দু ধর্মকে অবমাননা করে এই ধরনের মন্তব্যের ফলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা যেকোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন। সারা রাজ্য জুড়ে যদি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে সনাতন ধর্মীরা এজাহার দাখিল করেন সরকার তাকে বাঁচাতে পারবে না বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বুধবার গোলাঘাটে উপস্থিত হয়ে ঘোষ পরিবারের ট্রিপল মার্ডারের ঘটনাকে লাভ জিহাদের পরিণতি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছিলেন গোলাঘাট শহরের কেন্দ্রে একটি হিন্দু পরিবারের সঞ্জীব ঘোষ, জুনু ঘোষ এবং সংঘমিত্রা ঘোষ নামের তিন সদস্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে নাজিবুর রহমান বরা। তবে নাজিবুর রহমান ফেসবুকে রিমন বরা নামে ভুয়া হিন্দু নামের পরিচয় দিয়ে সংঘমিত্রা ঘোষকে বিয়ে করেছিল। এটা লাভ জিহাদের অন্যতম উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেসবুকে নিজের ধর্মের পরিচয় লুকিয়ে রেখে যুবতীকে বিয়ে করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে লাভ জিহাদের জন্য গোলাঘাটের ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তিনি।

লাভ জিহাদ সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই এক্ষেত্রে পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেছেন এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি পরোক্ষ ভাবে লাভ জিহাদের সমর্থন করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া তিনি বলেছেন ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে এই ধরনের লাভ জিহাদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির বিবাহ, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ যুগ যুগ ধরে হচ্ছে। এমনকি মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীর মধ্যে লাভ জিহাদ হয়েছিল বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীর সঙ্গে বিবাহ করার জন্য নারীর রূপ নিয়েছিলেন। এটা এক ধরনের লাভ জিহাদ।

তাছাড়া ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর মধ্যে বিবাহকেও লাভ জিহাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন ভূপেন বরা। তিনি বলেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাহের ক্ষেত্রে গান্ধারীর পরিবারের মত ছিল না। পিতামহ ভীষ্ম জোর করে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধারী বলেছিলেন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দেখতে চান না। এর ফলে গান্ধারী নিজের চোখে কাপড় বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানান অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি বলেন এই ধরনের লাভ জিহাদের ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গোলাঘাটে গিয়েছিলেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু এসআই জোনমণি রাভার বাড়িতে কিংবা জলের পাইপ ফেটে মৃত্যুবরণ করা জানকি রাভা কিংবা মহানগরে সড়কের গর্তের ফলে মৃত্যুবরণ করা প্রিয়া কুমারীর বাড়ি গেলে আরো ভালো হতো বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা।

তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে বঙাইগাঁও জেলায় উপস্থিত হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন লাভ জিহাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীকে টেনে আমার প্রিয় অত্যন্ত ঘৃণনীয় কাজ। এটা সনাতন বিরোধী এবং হিন্দু বিরোধী মন্তব্য। এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যেভাবে বিভিন্ন কথায় হযরত মোহাম্মদ এবং যীশু খ্রিস্টকে টেনে আনা উচিত নয় ঠিক একই ভাবে কোনো বিতর্কিত ব্যবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে টেনে আনা উচিত নয়। মানুষ করা ভুল ত্রুটি ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত। তাছাড়া লাভ জিহাদ বলতে কী বোঝায়। যখন কোনো যুবক ভুয়া হিন্দু পরিচয়ের মাধ্যমে কিংবা এমনিতেই একজন যুবতীকে বিয়ে করার পর সেই যুবতীকে ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য বাধ্য করানো হয়। এটাই প্রকৃতার্থে লাভ জিহাদ। শ্রীকৃষ্ণ কখনই রুক্মিনীর ধর্ম পরিবর্তন করাননি। ফলে স্বাভাবিকভাবে এটা লাভ জিহাদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই ধরনের মন্তব্য যেই করেছেন আজ যদি তার বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হয় তাহলে তো সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নেবে পুলিশ। কারণ হযরত মোহাম্মদ এবং যিশুখ্রিস্টের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলা যেভাবে ভুল ঠিক একই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলাও একই ভুল। এই মন্তব্যের পরিণাম সেই পর্যায়ে না যাক সেটা তিনি চাইছেন বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিতর্কের মধ্যে টেনে নিয়ে এলে হাজার হাজার সনাতন ধর্মী ব্যক্তি থানায় এজাহার দাখিল করবেন। এরপর তিনি কিভাবে তাকে বাঁচাতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন হিন্দু যুবক যুবতীরা যদি নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন কিংবা মুসলমান যুবকযুবতীরা যদি নিজেদের মধ্যে বিয়ে করেন তাহলে দেশ শান্তিতে থাকবে। ছোট থেকে দুর্গাপূজা কালী পূজা করে বড় হওয়া কোনো যুবতীকে যদি হঠাৎ করে নামাজ পড়তে দেওয়া হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার মনে দুঃখ লাগবে। যতই সেই যুবতী সেই যুবককে ভালোবাসুক। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি সর্বদা নামাজ পড়ছেন এবং তাকে মন্দিরে যেতে বলা হয় তাহলে তার মনেও আঘাত লাগবে। ফলে যত পারা যায় হিন্দু যুবকরা হিন্দু যুবতীকে এবং মুসলমান যুবকরা মুসলমান যুবতীকে বিয়ে করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত এবং সুন্দর যুবতীরা রয়েছেন ফলে মুসলমান যুবকদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তবে কোনো কারণবশত যদি দুটি ধর্মের যুবক যুবতীদের মধ্যে বিয়ে হয় তাহলে কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে ধর্ম পরিবর্তন করানোর জন্য বলা উচিত নয়। এক্ষেত্রে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট রয়েছে। এর অধীনে যুবক যুবতীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। এই আইনের অধীনে যুবতী যেভাবে নিজের ধর্মে থাকবে যুবক ও সেভাবে নিজের ধর্মে থাকতে পারবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এভাবে আইন বানিয়ে দেওয়া পথ যখন অনুসরণ করা না হয় এবং যখনই লক্ষণ রেখা অতিক্রম করা হয় তখনই লাভ জিহাদ হয়। সম্প্রতি গোলাঘাটে সংঘটিত ঘটনা লাভ জিহাদের পরিণতি। তাছাড়া এই ধরনের বহু লাভ জিহাদের ঘটনায় যুবতীরা সমাজে স্থান না পেয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে রাজ্যের দুটি ধর্মের মধ্যে সম্প্রতি রক্ষার ক্ষেত্রে যাতে দুটি ধর্মের এই কোন যুবকরা নিজেদের লক্ষণ রেখা অতিক্রম না করে সেক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন লক্ষণ রেখার ভিতরে থাকলে সমাজব্যবস্থা ভালো থাকবে। কিন্তু লক্ষণ রেখা অতিক্রম করলে সমাজ ধ্বংসের পথে যাবে। ফলে লাভ জিহাদের মতন ঘটনাকে জাস্টিফাই করা উচিত নয়। বরং প্রত্যেকে এক্ষেত্রে যুবক যুবতীদের বাধা দিতে হবে এটা বলে যে এইসব করা উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে কংগ্রেসের একদিন এমন অবস্থা হবে যে মসজিদ এবং মাদ্রাসা ছাড়া তাদের যাওয়ার অন্য কোথাও স্থান থাকবে না। এভাবে কংগ্রেস যদি হিন্দু মানুষ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তাদের অন্তিম ঠিকানা হবে মসজিদ এবং মাদ্রাসা। এরপর এআইইউডিএফ এসে কংগ্রেসকে সেখান থেকেও বের করে দিলে ঠিকানা বিহীন হয়ে পড়বে কংগ্রেস। এর ফলে হিন্দু বিরোধী না হওয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্য অনুযায়ী তিনি গোলাঘাট গেলেন অথচ অন্য কোথাও গেলেন না এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি অত্যন্ত সিলেক্টিভ। সব স্থানে তিনি যান না। দেখে দেখে যেখানে যাওয়া উচিত সেখানে যান। যেখানে গেলে সমাজের উন্নতি হবে সেখানে তিনি যান। কিন্তু যেখানে গেলে সমাজের ক্ষতি হবে সেই স্থানে তিনি যান না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি প্রলাপ বকছেন। তার কি হয়েছে সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে এভাবে হিন্দুদের অবমাননা না করার জন্য হিন্দুদের আঘাত না করার জন্য ভূপেন বরাকে সতর্ক করে দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন কংগ্রেস তুষ্টিকরণ করুক। জিহাদের সমর্থন করুক। এমনকি ভূপেন বরা স্বয়ং জিহাদী হয়ে গেলেও তার কিছু বলার নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

থলেতে বোমা উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের কাকুটিয়া গ্রামের বাঁশবাগানে শুক্রবার সকালে এক থলে বোমা উদ্ধার করলো সিউড়ি থানার পুলিশ । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । গ্রামবাসী শেখ হোসেন জামান বলেন, আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি । থলেতে আট থেকে আটটা বোমা আছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । সিআইডি বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

খেলা হবে লেখা থলেতে বোমা উদ্ধার এনআইএ তদন্তের দাবি বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু ফলাফল হয়েছে সিউড়ি একনং ব্লকের আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতে । আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের কাকুটিয়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাঁশবাগানে শুক্রবার সকালে এক থলের বোমা উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ । থলেতে আট থেকে আটটা বোমা আছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । থলের মধ্যে খেলা হবে লেখাছিল । যা ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । তৃনমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, পরিকল্পনা করে তৃনমূলের বদনাম করার জন্য বিজেপি এইরকম করছে । শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন কিভাবে ৩৫৫ ৩৫৬ ধারা জারি করতে হয় জানি । উনার দলের লোকেরা এইরকম করছে । আলুনদায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি গন্ডগোল করার জন্য এইরকম করছে । বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন, মাননীয়ার বিভিন্ন প্রকল্পের নাম দেন খেলা হবে । তৃনমূলের দুস্কৃতী জেহাদিরা বোমা বেঁধেছিল পঞ্চায়েত ভোটের জন্য কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে সাধারণ মানুষ তৃনমূলকে প্রত্যাখান করায় বোমা সরানো বা লুকানোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না তাই প্রতিদিন বোমা উদ্ধার হচ্ছে । পারুলিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় বোমা বাঁধতে গিয়ে একজন ঝলসে গেলো । আমরা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি । কিন্তু তৃনমূলের একজন নেতাও কি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানাতে পারবেন ? বিজেপি খেলা হবে কথায় বিশ্বাসী নয় । বিজেপির স্লোগান ¯ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস । সাইথিয়ায় পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষন করে খুন করা হলো অথচ পুলিশ বলছে ধর্ষন হয় নি । সাধারণ মানুষ বলছে ধর্ষন হয়েছে । ২০২৪ সালে মানুষ মাননীয়াকে ছুড়ে ফেলে দেবে ।

ফের পিছলো বিশ্বভারতী অমর্ত্য মামলা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তেরো ডেসিবেল জমি বিবাদ নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অমর্ত্য সেনের মামলা গড়ায় আদালতে । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই মামলার শুনানি চলছে সিউড়ি আদালতে । শুক্রবার সিউড়ি আদালতে মামলার শুনানি হয় । অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, দুইপক্ষের বক্তব্য শেষ হয়েছে । বিচার করে জজ সাহেব আটই আগস্ট সিদ্ধান্ত জানাবেন । বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, আজ হেয়ারিং হয়েছে । অধিকার সংক্রান্ত তথ্য ওরা দিতে পারে নি । মামলার পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে আগামী আটই আগস্ট ।

জরাজীর্ণ হাইওয়ে মেরামতের দাবিতে আলিপুরদুয়ারের গণসংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ারঃ মৃত্যুর হাতছানি মহাসড়কে। প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতিনিয়ত যাত্রা করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। যেতে আসতে কোথাও ঢেউ খেলানো চড়াই উত্রাই আবার কোথাও জলে ভর্তি বড় বড় গর্ত। সড়কের কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় পুকুর ।

আলিপুরদুয়ার সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা ওবধি প্রায় ৪১ কিমি মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলছে প্রায় চার বছর থেকে । কিন্ত কয়েকমাস হল নির্মাণকারী সংস্থা মহাসড়ক নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ রেখে পাততাড়ি গুটিয়েছে । মহাসড়কের কাজ থমকে যাওয়ায় নিত্যযাত্রীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে । রবিবার জাতীয় মহাসড়ক উন্নত করার দাবিতে ফালাকাটা সংলগ্ন বালুরঘাট ডাইভারশন এলাকায় গণসংগ্রাম কমিটির ছাতার তলায় অবস্থান বিক্ষোভ করা হল। ফালাকাটা আলিপুরদুয়ার শহরের পাশে অবস্থিত বাসিন্দারা দলমতনির্বিশেষে জাতীয় মহাসড়ক উন্নত করার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। দ্রুত এই মহাসড়ক সম্পন্ন করার দাবি তুলেছে এই সংগঠন ।

মালদায় দুই মহিলার সঙ্গে বর্বরতার ঘটনা অন্যদিকে বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে বামনগোলা থানা ঘেরা

মালদা ঃ বামনগোলা থানার পাকুয়াহাটে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের মত মধ্যযুগীয় বর্বরতার ঘটনা অন্যদিকে বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগে তলে এবং প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব বামনগোলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ভগবানগোলা থানা সংলগ্ন এলাকায়। অন্যদিকে শনিবার দুপুর থেকে মালদা এসপি অফিসের সামনে ধরনায় রয়েছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এবার বামনগোলা থানা ঘেরাও কর্মসূচি গেরুয়া শিবিরের। অপ্রীতিকর ঘটনায় এড়াতে থানার সামনে করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড। মোতায়ন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।বিজেপি কর্মীদের থানার আইসির সাথে দেখা করতে না দেওয়া থানার সামনে বাধা বিজেপির কর্মীদের, তার জেরে উত্তেজনা তৈরি হয়।

গোলাঘাটের ট্রিপল মার্ডার ঘটনার মূল অপরাধী নাজিবুর রহমানের মা এবং দাদাকে গ্রেপ্তার পুলিশের

ঘটনার সঙ্গে দুজনের জড়িত থাকার সন্দেহ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা রাজ্য তথা দেশ জুড়ে চাঞ্চল সৃষ্টিকারী গোলাঘাট শহরের একটি হিন্দু পরিবারের তিন সদস্যকে নাজিবুর রহমান বরা দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা ঘটনার তদন্তে ব্যাপক থাপর হয়ে উঠেছে স্থানীয় পুলিশ এবং সিআইডি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গোলাঘাটে এসে ভুক্তভোগী পরিবারের একমাত্র বেঁচে যাওয়া সদস্য অঙ্কিতা ঘোষের পাশে এসে দাঁড়ানোর পর পুলিশের তৎপরতা আরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঘাতক নাজিবুর রহমানের মা সালেহা বেগম এবং দাদা হিজবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে গোলাঘাট পুলিশ। দুজনকে ব্যাপকভাবে জেরা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য বুধবার গোলাঘাটে এসে একটি হিন্দু পরিবারের তিন সদস্যকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা নাজিবুর রহমান ফেসবুকে হিন্দু ভুয়া নামের পরিচয় দিয়ে সংঘমিত্রা ঘোষকে বিয়ে করেছিল মন্তব্য করে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া এটা লাভ জিহাদের অন্যতম উদাহরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। এই ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা লাভ জিহাদের পরিনীতি বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন হত্যাকারী ঘাতক নাজিবুর রহমানের ফাস্টট্র্যাক আদালতের বিচার বিভাগীয় শুনানির মাধ্যমে ফাঁসির দাবি জানাবে রাজ্য সরকার। তাছাড়া এর পূর্বে নাজিবুর রহমান এবং সংঘমিত্রা ঘোষের ক্ষেত্রে দায়ের হওয়া মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পুলিশের সংস্কারের প্রযোজেনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করে গেছেন তিনি।

পুলিশ সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য এবং ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে তার সাক্ষাতের পর গোলাঘাট পুলিশ এই মামলার ক্ষেত্রে ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ ট্রিপল মার্ডার ঘটনার ক্ষেত্রে জড়িত থাকার অপরাধে নাজিবুর রহমানের মা সালেহা বেগম এবং দাদা হিজবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। প্রসঙ্গত নাজিবুর রহমানের মা সালেহা বেগম গোলাঘাট শহরের শালমারা স্থিত বন বিভাগের চতুর্থ বর্গের কর্মচারী। এদিকে গ্রেফতারের আশঙ্কা করে নাজিবুর রহমানের দাদা হিজবুর রহমান নিজের শ্বশুর বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু পুলিশ অবশেষে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে হিজবুর রহমানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। গত তিন বছর আগে মরিয়ানিতে বাস করা জনৈক মমতাজ আলীর মেয়েকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করেছিলেন নাজিবুর রহমানের দাদা হিজবুর রহমান। তবে গোলাঘাটের ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর এবার হিজবুর রহমানের শ্বশুরবাড়ির পক্ষ তাদের মেয়ের চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গোলাঘাট পুলিশ নাজিবুর রহমানের মা সালেহা বেগম এবং দাদা হিজবুর রহমানকে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

মালদার পাকুয়াহাট কাণ্ডে কুড়ি ঘন্টার বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান, বিক্ষোভ। বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশের লাঠিচার্জ, দুইজন বিজেপি মহিলা কর্মী আহত

মালদা ঃ মালদার পাকুয়াহাট কাণ্ডে কুড়ি ঘন্টার বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান, বিক্ষোভ। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এই অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশের লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের । এই ঘটনায় দুইজন বিজেপি মহিলা কর্মী আহত হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপর থেকে দলে দলে বিজেপি সমর্থিত আদিবাসী কর্মীরা, তীর ধনুক নিয়ে দলীয় সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ সামিল হন। সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা রয়েছে মালদার পুলিশ সুপার অফিস চত্বরে। বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে মোতায়েন রয়েছে।

উল্লেখ্য , বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকায় গত মঙ্গলবার টাকা চুরি অভিযোগে দুই মধ্যবয়স্ক মহিলাকে অস্ত্র করে গণপিটুনি দেয় কিছু মানুষ। আর এই ঘটনার বিষয়টি গত শুক্রবার রাত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ বিবস্ত্র করে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনায় দুই মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ফুটেজ দেখে বাকি হামলাকারীদেরও খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। এরই মধ্যে বিবস্ত্র করে দুই মহিলাকে মারধরের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে ধর্নায় বসেছেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু, হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মু সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। শনিবার দুপুর থেকে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। শনিবার রাত পেরিয়ে রবিবার সকাল গড়িয়ে গেলেও একইভাবে বিজেপির এই অবস্থান , বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে আসছে । আর এরই মধ্যে এদিন সকালে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির প্যান্ডেল করাকে ঘিরেই পুলিশ লাঠিপেটা করে বলে অভিযোগ।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করছিলাম। মাথার ওপর রৌদ্র ছিল বলেই ত্রিপল ঢাকতে গিয়েছিলাম । সেই সময় দলের পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের ওপর নির্বিচারে পুলিশ লাঠিপেটা করে। আমাদের দুইজন মহিলা কর্মী জখম হয়েছেন। পাকুয়াহাট কান্ডে পুলিশ এখনো সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারে নি। অথচ আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করলেও, আমাদের ওপরই জোর জুলুম করা হচ্ছে। গত শনিবার থেকে পুলিশ সুপার নিখোঁজ রয়েছে। এই অফিসে তিনি আসছেন না। আমরাই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও পুলিশের অমানবিক বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে । যতক্ষণ না সমস্ত লোকেরা গ্রেফতার হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের এই অবস্থার বিক্ষোভ চলবে।

এদিকে পুলিশ লাঠিচার্জের ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে এবং পাকুয়াহাট কাণ্ডে ইতিমধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তের কথা জানিয়েছে।

নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে নাবালিকা

কোচবিহার ঃ নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে নাবালিকা। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ গত ১৮ জুলাই কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খাবইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে স্কুলে যায়। কিন্তু সে স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারে পক্ষ থেকে ওই নাবালিকা মেয়ের খোঁজ না পেয়ে তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নাবালিকাকে ভর্তি করে দুষ্কৃতীরা। সেখান থেকে ওই নাবালিকার পরিবার খবর পায়। পুলিশ ঘটনাতদন্ত নেমে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। আজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল বিজেপি উভয়ই। আজ কুচবিহার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নাবালিকার পাশে দাঁড়াতে হাসপাতালে যান বিজেপির বিধায়ক কুমার রায়। একইসঙ্গে দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূল স্থানীয় নেতৃত্বরাও।

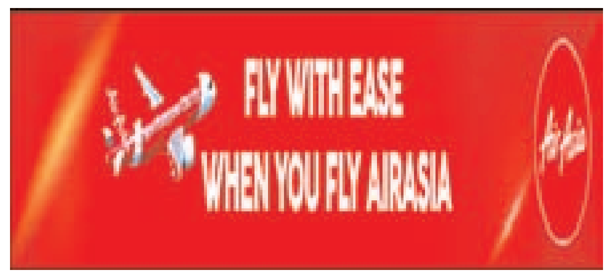

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নির্যাতনের প্রতিবাদ, নাকি নারীরাই রাজনীতির হাতিয়ার?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত)। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পথে প্রতিবাদে যুযুধান শাসক ও বিরোধী। নাবালিকার মৃতদেহের দখল পেতে মরিয়া তারা।

এটা সত্যিই কি নির্যাতনের প্রতিবাদ, না রাজনৈতিক মুনাফা তোলার চেষ্টা?

কোচবিহারের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। নয় দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে বুধবার সকালে সে মারা যায় কোচবিহার মেডিক্যালে। মৃত্যুর পর নাবালিকার দেহ কাদের দখলে থাকবে, তার পরিবার কোন শিবিরের অনুগত, এ নিয়ে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্ব। দুই পক্ষের টানাপোড়েনে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

পুলিশের দাবি, নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে, আপাতত গণধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে পুরো ছবিটা ধরা পড়বে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এসবের থেকে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয়!

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ‘‘অভিযুক্তেরা বিজেপির সঙ্গে জড়িত। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা বিজেপির পক্ষে প্রচার করেছে।’’ গেরুয়া শিবিরের পাল্টা দাবি, ‘‘পুলিশ অভিযুক্তদের আড়াল করেছিল। এর থেকে বোঝা যায়, অভিযুক্তদের পিছনে কোন দল রয়েছে।’’ এই একই ছবি দেখা গিয়েছে বারবার। সম্প্রতি ভারতের মণিপুরের ভাইরাল ভিডিও সামনে আসার পর দেশ জুড়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সরব হয়েছেন। বিরোধীরাও স্বাভাবিকভাবেই সোচ্চার। এরই মধ্যে মালদহের ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। কার্যত মণিপুর বনাম বাংলা, কার গায়ে কালি বেশি লাগলো, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে!

মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ নীরবতা ও সেই রাজ্যের বিজেপি সরকারের হিংসা মোকাবিলায় ব্যর্থতা, এই দুটিই এখন বিরোধী শিবিরের হাতিয়ার। বুধবার তৃণমূলের মহিলা সংগঠন নারী নিগ্রহের প্রতিবাদে মিছিল করে। আজ যুব তৃণমূল ব্লকে ব্লকে মিছিল করছে। মণিপুরের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা চেয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব আনবে শাসক পক্ষ। ৩১ জুলাই তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। এর পাল্টা বিজেপি বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে পশ্চিমবঙ্গের নারী নির্যাতনকে হাতিয়ার করেছে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে দুদিনের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে বিজেপির মহিলা মোর্চার। বৃহস্পতিবার সেখানে যাবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় একই বিষয়ে মুলতবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল বিজেপি। অনুমতি না মেলায় বুধবার বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী বিধায়করা। আজ সেই প্রস্তাবে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনীতির এই চাপানউতোর কি আর এক দফা নারী অবমাননা হয়ে উঠছে না? সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ মিরাতুন নাহার বলেন, ‘‘কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল কুরাজনীতি বা অপরাজনীতি করছে। অন্ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। নারী, অর্থ, ছোট ছোট ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে সমাজের অসহায়, দুর্বল অংশকে ব্যবহার করছে। এই দলগুলি রাজনীতিকে নষ্ট করছে।’’

চলতি ঘটনাক্রমে ক্রুদ্ধ সাহিত্যিক বাণী বসু। তিনি বলেন, ‘‘ইচ্ছে করছে সব লন্ডভন্ড করে দিই। কিন্তু আমার তো সেই ক্ষমতা নেই। যেটুকু মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল, সেটাও রাজনীতির জন্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমরা লিখে প্রতিবাদ করি, কিন্তু তাতে কাজ হয় বলে মনে হয় না!’’

রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা আয়োগের একটি দল আজ কোচবিহার গিয়েছে। আয়োগের চেয়ারপার্সন, চলচ্চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায় বলেন, ‘‘দেহ নিয়ে রাজনীতি এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি কালিয়াগঞ্জেও গিয়ে দেখেছি, কে কোন দলের সেটা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে।’’

মালদহের বামনগোলায় দুই নির্যাতিতাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। অতএব আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে সমাজের গভীরে থাকা অসুখ প্রকাশিত হচ্ছে নারী নিগ্রহের ঘটনায়। কোন পথে বদল? বাণী বসুর মতে, ‘‘সব স্তরের মানুষকে পথে নামতে হবে। প্রতিবাদ জোরালো করতে হবে। নইলে প্রতিকার নেই।’’

রাশিয়া আফ্রিকা সামিটে যোগ দেবে না বহু দেশ

মস্কো ঃ সামিটে খাদ্যসুরক্ষা নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্ক হতে পারে। মস্কোয় অনুষ্ঠিত হবে দুইদিনের সামিট।

বৃহস্পতি এবং শুক্রবার এই বৈঠক হওয়ার কথা। যুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে এই সামিটের আয়োজন করেছে রাশিয়া। কিন্তু প্রতিবার এই সম্মেলনে যত দেশ যোগ দেয়, এবার তাদের অনেকেই যাচ্ছে না।

বস্তুত, ২০১৯ সালে শেষবার এই সামিট হয়। সেখানে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে ৪৫ জন সদস্য বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। এবছর সেখানে যোগ দিচ্ছেন মাত্র ১৭ জন সদস্য। মস্কোর বক্তব্য, পশ্চিমা দেশগুলি আফ্রিকার দেশগুলিকে ভয় দেখিয়ে সামিটে যোগ দিতে দিচ্ছে না। রাশিয়ার সঙ্গে এই বৈঠকে যোগ দিলে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হতে পারে, এমন ভয় আছে দেশগুলির। সে কারণেই তারা সেন্ট পিটার্সবার্গ যাচ্ছে না বলে রাশিয়ার অভিযোগ। পশ্চিমা দেশগুলি অবশ্য একথা মানতে রাজি হয়নি।

তবে বৈঠকে যারা যোগ দিচ্ছে, তারাও রাশিয়াকে অস্বস্তিতে ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, বৈঠকের মূল আলোচনা খাদ্য সুরক্ষা এবং আফ্রিকায় খাদ্য সরবরাহ নিয়ে হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বেশ কিছুদিন কার্যত অবরুদ্ধ ছিল কৃষ্ণসাগর। ফলে ইউক্রেনের সমস্ত খাদ্যশস্যবোঝাই জাহাজ আটকে পড়েছিল। পরে জাতিসংঘ এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। রাশিয়া ইউক্রেনের

জাহাজের জন্য কৃষ্ণসাগরের রাস্তা খুলে দেয়।

চলতি মাসে রাশিয়া সেই চুক্তি বাতিল করেছে। শুধু তাই নয়, চুক্তি বাতিলের কয়েকদিনের মধ্যে ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরে বোমাবর্ষণ করে রাশিয়া। এই বন্দর থেকেই খাদ্যশস্য জাহাজে তোলা হয়।

রাশিয়া এই চুক্তি বাতিল করায় সংকটে পড়েছে আফ্রিকার দেশগুলি। ইউক্রেন খাদ্য সরবরাহ না করলে আফ্রিকাজুড়ে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। সামিটে একথা বলা হবে। অন্যদিকে রাশিয়ার বক্তব্য, মস্কো আরো কম দামে আফ্রিকাকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে। অর্থাৎ, আফ্রিকা ইউক্রেনকে এই বাণিজ্য থেকে বাইরে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, রাশিয়ার পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। এভাবে খাদ্য সরবরাহের যে ভারসাম্য তা বজায় থাকবে না। আফ্রিকার নেতারা রাশিয়াকে সে কথা জানাবেন।

ভেনিস আর্কিটেকচার বিয়েনালেতে দ্যুতি ছড়াচ্ছে আফ্রিকা

জোহানেসবার্গ ঃ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য প্রদর্শনী ভেনিস আর্কিটেকচার বিয়েনালে। ২০ মে শুরু হওয়া প্রদর্শনী চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত।

ছয় মাসের এই আন্তর্জাতিক স্থাপত্য প্রদর্শনী সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, অনুরাগী এবং নির্মাতাদের একটি মিলনমেলা। তবে এবার কিছুটা ভিন্নতা ছিল। যুক্ত হয়েছেন আরো বেশি স্থপতি। আর প্রথমবার বলেই, আফ্রিকাও কেড়ে নিয়েছে দৃষ্টি। জলবায়ু সংকটের এই সময়ে নির্মাণশৈলী নিয়ে প্রশ্ন তোলেন লেসলি লোকো।

প্রদর্শনীকে ভবিষ্যতের গবেষণাগার হিসেবে সাজিয়েছেন তিনি, যেখানে আফ্রিকা রয়েছে প্রধান ভূমিকায়। স্থাপত্য প্রদর্শনীর প্রধান লেসলি লোকো বলেন, ‘‘আমার কাছে, আফ্রিকাকে সবসময় ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে হয়েছে। যেকোনো ক্ষেত্রে, এটিকে টেস্টিং গ্রাউন্ড বলা যেতে পারে। আমরা একইসঙ্গে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ এবং প্রাচীনতম মহাদেশ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই গ্রহের সবাই কোনো একটি সময়ে আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। সুতরাং, অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ, যাই বলুন না কেন, এর সঙ্গে আমাদের বেশ জটিল সম্পর্ক রয়েছে।’’

প্রদর্শনীতে দেখানো হয়, নিজস্ব উপায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করছে আফ্রিকা। যেমন, জোহানেসবার্গের একটি পাঠাগারের মডেল তৈরি করা হয়েছে পোড়া মাটি (রামড ক্লে) দিয়ে।

ঘানার রাজধানী আকরার জন্য, আঞ্চলিক উপকরণ দিয়ে বীকনের মতো কাঠামোসহ একটি ক্যাথেড্রাল তৈরি করা হয়েছে। তাই প্রদর্শনীটি যেন হয়ে উঠেছে রূপান্তরের আয়োজন।

লেসলি লোকো বলেন, ‘‘মানুষে মানুষে একত্রিত হওয়ার জন্য প্রদর্শনীটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমার মনে হয়েছে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হয়েছেন সব কিছু দেখে। চিন্তার ভিন্নতা, যত্নআত্তি, সৌন্দর্য, আশা, লক্ষ্যসবকিছু তাদের বিস্মিত করেছেন।’’

ইউরোপে বসবাসরত লেসলির জন্য ভেনিস বিরতিস্থল। আর বছরের কিছু অংশ আকরাতেও থাকেন। ঘানা এবং লন্ডনের মধ্যে নিয়মিত যাওয়া আসা করেন। এই দুই ধরনের সংস্কৃতিই তার কাজ এবং চিন্তাভাবনাকে বেশ ভালোভাবে প্রাভাবিত করে। নিজেকে নিয়ে আত্মম্ভরি না থাকলেও, তিনি অনুপ্রেরণার উৎস।

২০২০ সালে একজন সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আফ্রিকান ফিউচার্স ইনস্টিটিউট গঠনে যুক্ত ছিলেন

তিনি। এখন প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি একজন শিক্ষক এবং গবেষক। একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে, নিজের জীবনটাকে তিনি উৎসর্গ করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, বিশেষ করে যারা তার গড়া প্রতিষ্ঠানে শিল্প ও প্রতিভা বিকাশে চর্চা করছেন।

লেসলি লোকো বলেন, ‘‘যদিও এটির সদর দপ্তর ঘানায়, কিন্তু আমরা চাই এটিকে ছড়িয়ে দিতে, পুরো মহাদেশজুড়ে এই ইনস্টিটিউট থাকবে। সমাজের জন্য বাস্তবসম্মত স্থাপত্য শৈলী নির্মাণে আগ্রহী আমি। এমন জনবলকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই, যারা সমাজ, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সব কিছু নিয়ে সুন্দরভাবে চিন্তা করতে পারেন।’’ তার ইনস্টিটিউটটি আগামীর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করছে, লেসলি লোকোও সেটাই করছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্থাপত্য প্রদর্শনীতে। আফ্রিকান দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে তুলে ধরা, ভবন তৈরির নতুন পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা স্থপতিদের জন্য এখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু এই প্রদর্শনীকে সাধারণ মানুষ কতোটা গ্রহণ করেছেন? সাউথ আফ্রিকান আর্কিটেকচারাল শুটিং স্টার সুমাইয়া ভ্যালি বলেন, ‘‘এই প্রদর্শনী অনেকগুলো দশকের কাজকে একত্রিত করে, উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে আমাদের জানার সুযোগ করে দিচ্ছে, এটা আমার কাছে বিশেষ একটা দিক। লেসলি এই কাজটিই করে চলেছেন।’’ স্থপতি ডেভিড অ্যাডজায়ে বলেন, ‘‘তিনি একটি নতুন প্রজন্মকে সমবেত করেছেন, যা আমার জন্যও ছিল অদেখা। আমি মনে করি, প্রদর্শনীতে এবারই প্রথম একঝাঁক তারুণ্যকে একসঙ্গে দেখা গেছে। এটা বীরত্বের কাজ। এবং এটাও একটা কাজ যে বালিতে রেখা টেনে আপনি বলছেন, এখান থেকে আমাদের ভালো কিছু করতে হবে।’’ স্থপতি পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয় লেসলি লোকো, বিশ্বজুড়ে বেস্টসেলিং একজন লেখক হিসেবেও পরিচিত তিনি। তার জন্য লেখা এবং নির্মাণ ভিন্ন কোনো সত্তা নয়।

লেসলি লোকো বলেন, ‘‘আমি যে একজন স্থপতি, এটাই আমাকে লেখক হিসেবে গড়ে তুলেছে। এবং প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই দুইটি ভিন্ন জগত একত্রিত হয়েছে। ঘানায় বেড়ে উঠেছি আমি। আমার কাছে সেই দেশটি ছিল প্রথম জানালা। আর গোটা বিশ্বকে আমি চিনেছি বইয়ের মাধ্যমে।’’

‘পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে সমাধান হলে সবার জন্য ভালো’

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে প্রায়ই শিক্ষকদের আন্দোলন করতে দেখা যায়। এবার ১৫ দিন ধরে রাজপথে বসে আছেন শিক্ষকেরা। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের এই আন্দোলনের সমাধান কীভাবে হতে পারে? শিক্ষকদের দাবিদাওয়া কতটা যৌক্তিক? সরকারই বা কতটা আন্তরিক?

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলেন তাদের তো কিছু প্রাপ্তিঅপ্রাপ্তির বিষয় আছে। এটা বাংলাদেশের সব শিক্ষকেরই আছে। দাবি দাওয়া নিয়ে তারা আন্দোলন করবেন এটা তো তাদের অধিকারও। বর্তমান সময়টা সবচেয়ে বড় সংকট। শুধু বাংলাদেশ না, সারা বিশ্বেই অর্থনৈতিকভাবে টালমাটাল অবস্থা। যে সময়টাতে তারা জাতীয়করণের দাবি করছে, তাদের হয়ত যুক্তি আছে, কিন্তু সরকারের সক্ষমতাও তো বুঝতে হবে। তারা যে হিসাব দিয়েছে তার সঙ্গে আমাদের হিসাবের অনেক ফারাক। এখানে বড় অংকের একটা টাকার বিষয় আছে। এখানে কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ বলছে, সবাইকে জাতীয়করণ করতে হবে। আবার কেউ বলছে, আলাদাভাবে করতে হবে। এইসব কারণে দুইটা কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে যদি করতেও হয় তাহলে কোনো প্রক্রিয়ায় এটা হবে। আসলে সবকিছুর উপরে সরকারের সক্ষমতা। এখানে কিন্তু এমপিওভুক্ত শিক্ষক আছে, অনুমোদনহীন শিক্ষক আছেন, এর বাইরে সরকারি বেসরকারি তো আছেই। এর মধ্যে বিসিএস আছে, নন বিসিএস আছে, এনটিএমসির মাধ্যমে, পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকও আছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। সবকিছু মিলিয়ে একটা জটিল অবস্থা। পর্যালোচনা ছাড়া সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন।

এই সমস্যা খোঁজার জন্য আমরা একটা ওয়ার্কশপের কথা বলেছি। ওই ওয়ার্কশপে শিক্ষক নেতা যারা তারাই অংশ নেবেন। তারাই প্রস্তাবনা তৈরি করে সরকারের কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন। এরপর কমিটি সেটা পর্যালোচনা করে এবং শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রস্তাবনা তৈরি করবেন। সেটাই সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। এটা তো একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার। এটা না করে যদি সরকার ঘোষণা দিয়ে দেয় সব সরকারি করা হল, সেটা কী যৌক্তিক? এখানে সক্ষমতার বিষয় আছে। সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। সেই কারণেই কিন্তু ওয়ার্কশপের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এটা কিন্তু প্রতি মাসেই হয়। প্রতি মাসেই আমরা দেখেছি ২০-২৫ জন শিক্ষক অনুমোদনহীনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। অনেকে মনে করছেন, এটা আন্দোলনের কারণে। কিন্তু ব্যাপারটা তা না। নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ।

সরকারি স্কুলের শিক্ষক যারা তাদেরও কথা আছে। এই কারণেই তো ওয়ার্কশপের আয়োজনের কথা বলছি। ধরেন সরকার আজকে সবাইকে সরকারিকরণ করল তারপর কার কী অবস্থান হবে? সেটাও তো নির্ধারণ করতে হবে। আবার যারা পিএসসির মাধ্যমে এসেছে তারা বলছে, সবাইকে যদি এক করে ফেলেন তাহলে আমরা যে পিএসসি পাশ করে এলাম এর তো মূল্য থাকলো না। এই ধরনের বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন আছে। এগুলো সমাধানের জন্য যৌক্তিকভাবে বসতেই হবে। হুট করে সব সরকারি কর এ কথা বলা কী সম্ভব? সরকারি যদি করতেও হয় তাহলেও একসঙ্গে তো সম্ভব না, ধাপে ধাপে করতে হবে। গত দুই তিন বছরে ছয় শতাধিক স্কুলকলেজ সরকারি হয়েছে। এটা তো নীতিমালার আওতায় হয়েছে। আমাদের শিক্ষা নীতিতে ছিল প্রতিটি উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ সরকারি হবে, সেই আলোকে হয়েছে। ফলে এখনও কিছু করতে হলেও নীতিমালা করেই করতে হবে।

নীতিমালার বাইরে অতীতে অনেক চর্চা হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানই যতটা না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার চেয়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। এটা তো সত্যি। অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সেগুলোকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার চেষ্টা হচ্ছে। আমি যখন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম তখন ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কেন? একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শর্ত হল, নিজস্ব জায়গাজমি থাকতে হবে। নিজস্ব অবকাঠামো থাকতে হবে। ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় না। সেই প্রক্রিয়া চলমান। অনেকগুলোকেই ধরা হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানকে ছয় মাস, এক বছর সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শর্ত পূরণ করতে না পারলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো আগে হয়নি, এখন হচ্ছে। আমাদের অনেক সংকট আছে, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মাধ্যমিকে যখন আমরা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করি সেখানে আমাদের যে সিট সংখ্যা তার চেয়ে ছাত্র সংখ্যা অনেক কম। কোনো কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি থাকে, সেটা ঠিক কিন্তু সব মিলিয়ে সিট সংখ্যা বেশি। এই হিসেবে বলব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম না। একটু বেশিই হবে। এটা এক দিক দিয়ে ভালো, কারণ আমাদের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার জন্য সিট পাবে না, সেটা তো ভালো হতো না।

আমি তো সরকারি চাকরি করি, ফলে এই প্রশ্ন আমার কাছে না করে রাজনীতিবিদদের কাছে করাই ভালো।

আন্দোলন অবশ্যই আমরা করব। আমাদের সেই অধিকার আছে। আমাদের অনেক অপ্রাপ্তি আছে। আমি শিক্ষক হিসেবে বলছি, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, দাবি আদায়ের জন্য আমি ছাত্রদের জিম্মি করতে পারি না। আমাদের নতুন কারিকুলামে প্রতিদিনের কাজ সুনির্দিষ্ট করা আছে। করোনার সময় আমাদের বিশাল শিখন ঘাটতি রয়ে গেছে। সেটাই এখনও আমরা পূরণ করতে পারিনি। এই আন্দোলনের ফলে আমাদের কারিকুলাম বিশাল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গেছে। আমরা আদৌ এটা শেষ করতে পারব কিনা? এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি যার হবে সেটা হল শিক্ষার্থীরা। সরকার যেহেতু সাড়া দিয়েছে, তাই আমাদের শিক্ষক ভাইদের উচিৎ হবে দ্রুত ক্লাসে ফিরে গিয়ে কারিকুলামে মনোযোগ দেওয়া। এখন আমাদের একটা দিনও নষ্ট করার সময় নেই।

সবাইকে যৌক্তিক হতে হবে। বুঝতে হবে সরকারের সক্ষমতা কতটুকু। সরকারের যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরও শিক্ষকদের দাবি দাওয়াগুলো বুঝতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে পারস্পারিক আস্থার ভিত্তিতে সমাধান করা গেলে সেটাই হবে সবার জন্য ভালো।

সম্পাদকীয়

অভিষেকের বিদেশযাত্রার পর 'দিদিমোদী সেটিং' ফের জল্পনা

আদালত সিদ্ধান্ত জানানোর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক বিদেশে গেলেন। অভিষেকের এই বিদেশযাত্রা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠছে। তুলছে বিরোধী নেতারা। তাদের মতে, এটা দিদিমোদী গোপন সমঝোতার আরেকটি নিদর্শন। ঘটনা হলো, অভিষেকের স্ত্রী কিছুদিন আগে বিদেশ যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইডির আপত্তিতে তাকে বিমানবন্দর থেকে ফিরতে হয়। অভিষেকের বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি তদন্ত করছে। কিন্তু এবার তার বা তার স্ত্রীকে দুবাই যেতে কোনোরকম বাধা দেয়নি তারা। তাকে যাতে বিদেশ যেতে দেয়া হয়, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন অভিষেক। তার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ আছে কি না, তাও ইডির কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ইডি শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, তারা ২৬ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত অভিষেককে বিদেশ সফর করতে দিয়েছে। এরপর বিচারপতিরা বলেছেন, অভিষেক ও তার স্ত্রী রুজিরার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ তুলে নিতে হবে। বিদেশযাত্রার এক সপ্তাহ আগে ইডিকে জানালেই চলবে। ফলে আদালতে স্বস্তি পেয়েছেন অভিষেক। অভিষেক বিদেশ যাওয়ার পর সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, ''বোঝা যাচ্ছে, অভিষেক মোদীর ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন। স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সেটিং রয়েছে।'' প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান সোজাসাপটা বলেছেন, ''আমরা তো অনেকদিন ধরে বলছি, তৃণমূল ও বিজেপির গোপন বোঝাপড়া আছে। সেজন্যই ভাইপো নির্ধারিত দিনে বিদেশ চলে যান। এরপর আর সেটিং আছে তা বোঝানোর কোনো দরকার আছে কি?'' সিপিএমের সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, ''নিশ্চয়ই ইডির অনুমতি পেয়ে গেছে বলেই অভিষেক বিদেশে গেছেন। পাচ্ছিলেন না বলেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন।'' এদিন সুপ্রিম কোর্টে ইডি জানিয়ে দিয়েছে, তাদের অনুমতি নিয়েই বিদেশযাত্রা করেছেন অভিষেক। দেখা যাচ্ছে, বিকাশরঞ্জন একেবারে ঠিক কথাই বলেছিলেন। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, আইন মেনেই অভিষেক বিদেশ গেছেন। তাও তার বিরুদ্ধে 'কুরুচিকর' প্রচার চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি মুখপার্ শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''আইন আইনের মতো কাজ করবে। কেউ কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।'' ইডির সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে অভিষেকের নাম রয়েছে। সেখানে কালীঘাটের কাকু বলে পরিচিত সুজয় ভদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনিই অভিষেকের বার্তা নিয়ে বর্তমানে জেলে থাকা সাবেক পর্ষদ কর্তা মানিক ভট্টাচার্যের কাছে যেতেন। সুজয় ভদ্র অভিষেকের অফিসেই কাজ করতেন। সুজয় ভদ্রকেও কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তার বাড়ি তল্লাশি করে প্রচুর নথিপত্রও পাওয়া গেছে বলে ইডি সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ মাস এই জুলাই

মাস শেষ হতে আরো দিন তিনেক বাকি, বৈজ্ঞানিকরা এখনই জানিয়ে দিলেন, এটাই বিশ্বের উষ্ণতম মাস সব রেকর্ড ভেঙে বিশ্বের উষ্ণতম মাসের শিরোপা পেল ২০২৩এর জুলাই মাসই। এখনো মাস শেষ হয়নি। তার আগেই আবহাওয়া ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিয়েছেন, উষ্ণতম মাস ছিল এবারের জুলাই। ইইউর কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস এবং ওয়ার্ল্ড মেট অর্গানাইজেশন একথা জানিয়েছে। জাতি সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল গুতেরেস বলেছেন, ''এটা যে উষ্ণতম মাস তা জানার জন্য মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। এখনই জুলাই মাস অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।''

সৌম্য
প্রাবন্ধিক

গুতেরেস বলেছেন, ''গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা উষ্ণায়নের যুগ চলে গেছে, বিশ্ব এখন গ্লোবাল বয়েলিংয়ের যুগে প্রবেশ করেছে।''
রিপোর্ট অনুসারে, জুলাইয়ের প্রথম ২৩ দিনের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগের রেকর্ড ছিল ২০১৯ সালের জুলাই মাসের। সেবার গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ৬ জুলাই তো ছিল বিশ্বের উষ্ণতম দিন।
দ্য ক্লাইমেট সার্ভিসের দাবি, শিল্পায়নের আগে বিশ্বের যে গড় তাপমাত্রা ছিল, তার

থেকে দেড় ডিগ্রিরও বেশি তাপমাত্রা বেড়েছে জুলাইয়ে। এটা রীতিমতো চিন্তার কথা।
ওয়ার্ল্ড মেট অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি জেনারেস তালাস বলেছেন, এই চরম আবহাওয়ার ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জটা ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে।
তার মতে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিবেশকে বাঁচানোর কাজে আর দেরি করা চলবে না।, এটা আবশ্যিক কাজ। এখনই তা করতে হবে। কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের ডিরেক্টরের দাবি, ১৯৪০ সাল থেকে তারা আবহাওয়ার রেকর্ড রাখছেন। এবারের জুলাই তার মধ্যে উষ্ণতম মাস হতে চলেছে।
তার মতে, বিশ্বে ১৮৮০ সাল থেকে রেকর্ড রাখার কাজ শুরু হয়। তার আগে থেকে বিজ্ঞানীরা আবহওয়ার প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করছেন। পরিবেশ ও আবহাওয়া বিজ্ঞানীরাই বলছেন, এবারের গরম অস্বাভাবিক বেশি। সম্ভবত এক লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছে এবারই। জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও বলেছেন, এবছর জুলাই গরমের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে।
অ্যামেরিকার উত্তরপশ্চিমে এখন প্রবল তাপপ্রবাহ চলছে। সেখানকার কর্মীদের জন্য বাইডেন একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করেছেন।
বাইডেন জানিয়েছেন, যেসব জায়গায় গরম পড়ে, সেখানেও এবার ভয়ংকর গরম পড়েছে। অতীতে কখনো এতদিন ধরে এত গরমের মুখে মানুষকে পড়তে হয়নি।
অ্যামেরিকার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ তাপপ্রবাহের মধ্যে আছেন বলে জানানো হয়েছে।
ইউরোপ, উত্তর অ্যামেরিকা, ক্যানাডা, এশিয়াতে আবহাওয়ার অবস্থা ভয়ংকর বলে জানানো হয়েছে। ক্যানাডা ও গ্রিসে ভয়াবহ দাবানল জ্বলছে। দাবানল এবার অন্য দেশেও ছড়াচ্ছে।
ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানে প্রবল বৃষ্টি ও তার ফলে ভয়ংকর বন্যা হয়েছে।

হাইড্রোজেন ঃ উদীয়মান অর্থনীতির উপর জার্মানির নির্ভরতা

সাবিনে কিনকার্তজ

হাইড্রোজেনকে ভবিষ্যৎ জ্বালানির কেন্দ্রে রাখছে জার্মানির সরকার। শিল্প থেকে শুরু করে গৃহস্থালী সব ক্ষেত্রেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিকল্পনা তাদের।
হাইড্রোজেন ব্যবহারের জাতীয় কৌশলপত্র পরিবর্তন করেছে জার্মানির সরকার। ভবিষ্যতের জন্য যে বিপুল হাইড্রোজেনের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে তার দুই তৃতীয়াংশই পূরণ করা হবে বিদেশ থেকে আমদানি করে।
কার্বন নিঃসরণ পুরোমাত্রায় কমিয়ে আনতে ২০৪০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ইতি টানতে চায় জার্মানি। সেই জায়গাটি পূরণ করবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি। এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে হাইড্রোজেন।
কিন্তু জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা করার প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন বিপুল শক্তি। তার যোগান নিশ্চিত করতেও চাই নবায়নযোগ্য জ্বালানি। তবেই হাইড্রোজেনকে পুরোপুরি সবুজ জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেনের উৎপাদন প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। ২০২০ সালে আঙ্গেলা ম্যার্কেল সরকারের অধীনে হাইড্রোজেন ব্যবহারের জাতীয় কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন করে জার্মানি। বর্তমান জোট সরকার পরিবহণ ও গৃহ উষ্ণ রাখার ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করে পরিকল্পনা হালনাগাদ করেছে। এতে হাইড্রোজেনের চাহিদা আগের হিসাবের চেয়েও বেড়ে যাবে। জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এজিইবি বলছে, ২০৩০ সাল নাগাদ জার্মানিতে হাইড্রোজেনের চাহিদা ১৩০ টেরাওয়াট ঘণ্টায় পৌঁছাবে, যা ২০২১ সালের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। অন্যদিকে জার্মান মেরিটাইম সেন্টার জানিয়েছে, শুধু জাহাজ শিল্পেই চাহিদা ১২০ টেরাওয়াট ঘণ্টা ছাড়াবে। জার্মানির অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইয়োখেন ফ্লাসবার্থ জানিয়েছেন, যে পরিমাণ হাইড্রোজেনের চাহিদা দেশটিতে রয়েছে তার ৫০ থেকে ৭০ শতাংশই আমদানি করে মেটাতে হবে। আর এজন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হবে উদীয়মান দেশগুলোর উপর।
অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বিএমজেড) এরইমধ্যে মরক্কো, ব্রাজিল, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, নামিবিয়া ও সাউথ আফ্রিকার সাথে প্রকল্প নিয়েছে। এসব দেশের স্থানীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কাজ করছে জার্মান ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো। সব মিলিয়ে বিএমজেড প্রায় ২৭ কোটি ইউরোর বিনিয়োগ করেছে এই দেশগুলোতে। বেসরকারি খাত জড়িত হলে তা ১৩০ কোটি ইউরোতে পৌঁছাবে।
কিন্তু এর সঙ্গে মানবাধিকার ও পরিবেশ ইস্যুটিও সামনে আসছে। তবে ফ্লাসবার্থ জানিয়েছেন, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীল ও জ্বালানি আহরণের ক্ষেত্রে মরিয়া দেশগুলোকে বিএমজেড তাদের প্রকল্পের বাইরে রাখার পরিকল্পনা তৈরি করছে। তারপরও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষরা পরিস্থিতির অবনতির কারণে হাইড্রোজেন নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে।

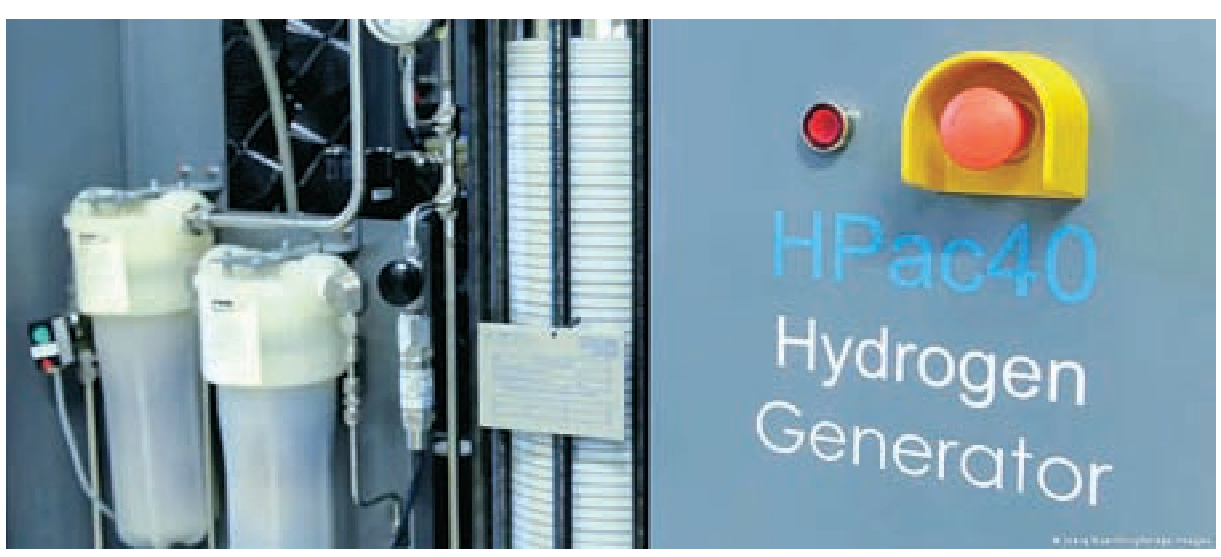

ঢাকা থেকে কলকাতা এলে ডেঙ্গুপরীক্ষা, আপত্তি নেই মন্ত্রীর

বাংলাদেশ থেকে কেউ কলকাতা এলে ডেঙ্গু পরীক্ষা করাতে চায় কলকাতা পুরসভা। আপত্তি নেই বাংলাদেশের মন্ত্রীর।
বাংলাদেশে এখন প্রবলভাবে ডেঙ্গু হচ্ছে। চলতি বছরে মারা গিয়েছেন ১২৭ জন। কিছুদিন আগে একদিনে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষ। রোজই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন।
কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে। সেখানে ইতিমধ্যেই পাঁচজন মারা গেছেন। ডেঙ্গু ছড়াতে থাকায় কলকাতা পুরসভা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের রক্তপরীক্ষা করা এবং নিশ্চিত হওয়া যে, তাদের ডেঙ্গু হয়নি। পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরকে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এর আগে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু আসছে। যাদের হয়েছে, তারা সবাই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। প্রতিবেশী দেশ। কিছু করার নেই।'' বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এখন কলকাতায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ''ভারত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই পারে। তাতে কোনো আপত্তি নেই। একসময় কোভিড ১৯-এও তো নেয়া হয়েছিল।'' তার দাবি, বাংলাদেশে সরকার ডেঙ্গু প্রতিরধের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

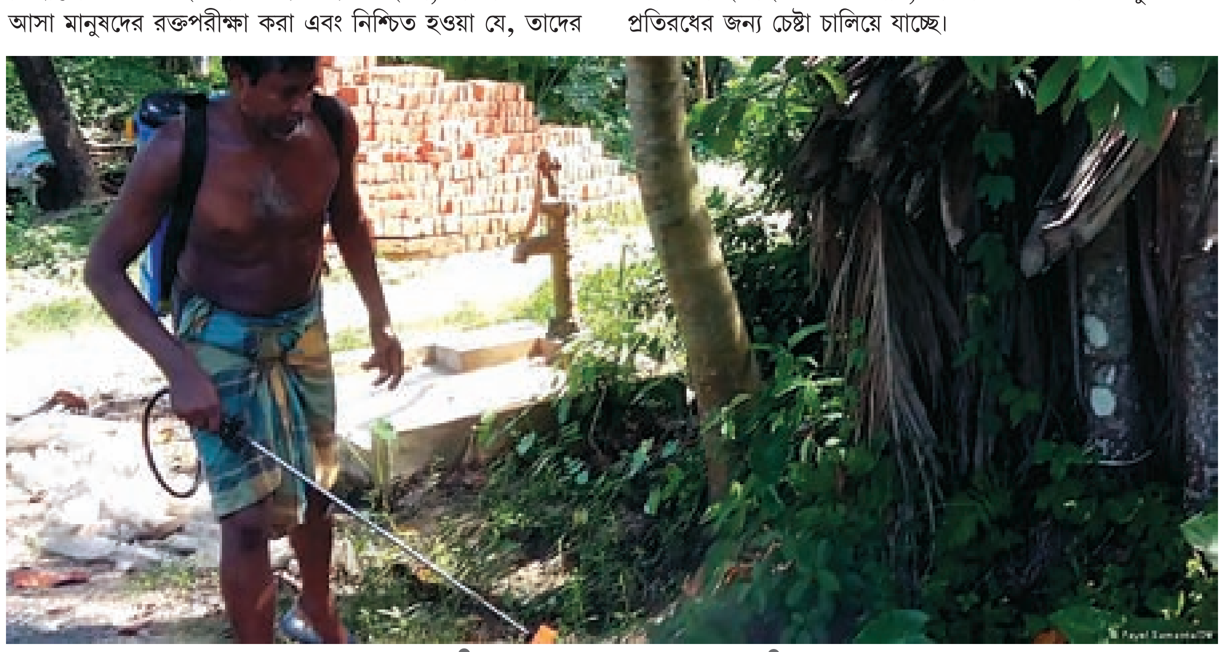

সাময়িকী

সারদা মা পৃথিবীর সব থেকে আধুনিক নারী

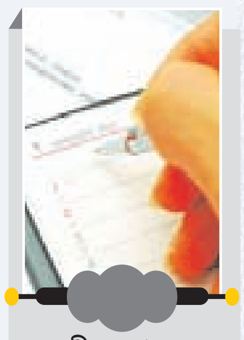

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী ,আল্হাদিনী শক্তি,মা মহামায়ার অবতার মা সারদা দেবী পৃথিবীর সবথেকে আধুনিক নারী।আমার কথা শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন ,আর বল বেন, আরে যে সারদা মা একজন গ্রামের মেয়ে ছিলেন,লেখাপড়া তেমন কিছু জানতেন না,কোনো ডিগ্রী ছিলো না,সারাজীবন শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকতেন,শাখা, সিঁদুর ও আলতা পরতেন, জামাপেন্ট, নাইটি, গেঞ্জি পরেন নি,মদ খান নি,পর পুরুষের সাথে নাচানাচি করেন নি গর্ভে সন্তান ধারণ করেন নি, তিনি কি করে আধুনিক নারী হলেন।আধুনিকতা মানে নগ্নতা, অশ্লীলতা, চরিত্র হীনতা নয়,শরীর থেকে কাঁপড় খুলে দেওয়া নয়, আধুনিকতা মানে সকল প্রকারের সংকীর্ণতার উর্ধে যাওয়া। আধুনিকতা মানে জাতপাত,ছুঁয়াছুত গোঁড়ামি,অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়া।আধুনিকতা মানে সবাই কে ভালোবাসা ও সবাইকে আপন করা যা আমরা সারদা মায়ের জীবনে দেখতে পাই।তিনি একজন ব্রাহ্মণ বিবাহিতা নারী ছিলেন কিন্তু তার মধ্যে কোনো জাতের বিচার ছিলো না।তিনি মুসলমান ডাকাত আমজাদের এঁঠো পরিষ্কার করেছেন, পতিতাদের হাতে ঠাকুরের খাবার তুলেছেন,চোর, গুন্ডা বদমাইশ,মাতাল,চরিত্র হীন সকল মানুষ কে কৃপা করেছেন,সবার মা হয়েছেন,স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন।এ গুলো কি আধুনিকতার পরিচয় নয়।তিনি বেশি লেখাপড়া করেন নি কিন্তু সকল মেয়েদের লেখাপড়া করতে প্রেরণা দিতেন,স্কুলে পাঠাতেন।কোনো পুরুষ মানুষ যদি অকারণে কোনো নারীর উপর হাত দিতেন ও অত্যাচার করতেন সারদা মা তার বিরোধিতা করতেন।এমন কি কোনো কোনো অত্যাচারী পুরুষ কে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি তার দেবী রূপ ও ধারণ করতেন।তিনি বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা কে আদর করে খাইয়েছেন যে সময় ভীষণ ভাবে জাতি ভেদ প্রথা ছিলো।তিনি পূজা পাঠের ব্যাপারে বলতেন শরীর কে কষ্ট দিয়ে উপোষ করে পুজো করবে না।খেয়ে দিয়ে পেটের জ্বালা জুড়িয়ে ঠাকুরের পুজো করবে ও জপ ধ্যান করবে এতে কোনো দোষ নেই।মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত।খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ও মায়ের কোনো কঠোর নিয়ম ছিলো না।তিনি ছেলেদের মাছ মাংস খেতে বাধা দিতেন না,যার যা রুচি সে সেইভাবে খাওয়া দাওয়া করবে এই ছিলো মায়ের শিক্ষা।সারদা মা তার মন টিকে আধুনিক করতে গিয়ে নিজের ভাষা,সংস্কৃতি,ধর্ম,পরম্পরা,নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব কে বিসর্জন দেন নি,তিনি নারীর যে চারটি রূপ আছে যথা, কন্যা,ভগিনী,পত্নী ও জননী তা কেমন হওয়া উচিত তা আচরণের দ্বারা সমাজ কে দেখিয়ে দিয়ে গেছেনএমন যার মন,এমন যার আচরণ,এমন যার কথা, এমন যার জীবন তার থেকে বড় আধুনিক নারী আর কে হতে পারে।তাই ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, মা সারদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আধুনিক নারী,তিনি নারী জাতির আদর্শ ও প্রেরণা,মা সারদা ভারতীয় নারীর শেষ কথা।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মা, তোমার কৃপাতে হাজার হাজার নরেন ও বিবেকানন্দ তৈরি হবে কিন্তু তোমার মতো মা এই পৃথিবীতে একজনই, দ্বিতীয় হবে না।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব মায়ের সমন্ধে বলেছেন,,ও সারদা সরস্বতী,জ্ঞান দায়িনি, ও জ্ঞান দিতে এসেছে,ও মহা বুদ্ধিমতী।ও কি যে সে ও আমার শক্তি।
তাই বর্তমান আধুনিক নারী সমাজের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা প্রথমে আধুনিকতার অর্থকে জানার চেষ্টা করুন তারপর সারদা মাকে অনুসরন করে মায়ের মতো আধুনিক নারী হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে পরিবার,সমাজ ও দেশের সবার মঙ্গল হবে।

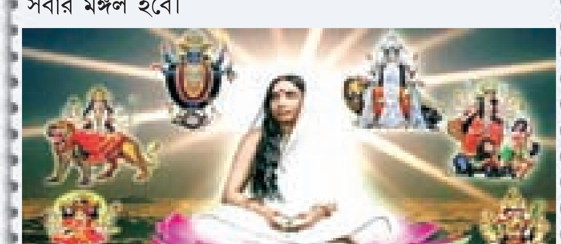

জানা অজানা

সর্বভূতে আছেন তিনি

সুনীল কুমার দে

দক্ষিণেশ্বর কালি বাড়ি এ যুগের মহাতীর্থ ভূমি যেখানে ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে লীলা করেছেন।কত সাধন ভজন,কত মধুর লীলা,করেছেন তিনি। এখান থেকেই আমরা পেয়েছি এযুগের ভাগবত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এখানে ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে গেছে ।ভগবান যে সবার মধ্যে রয়েছেন এখানে ঠাকুরের জীবনের ছোট একটি ঘটনার দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করছি।একদিন ঠাকুর ভাগ্নে হৃদয় রামের সাথে দক্ষিণেশ্বর প্রাঙ্গনে পায়চারি করছেন। অন্যদিকে গঙ্গার ঘাটে দুই মাঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। ঝগড়া যখন চরমে উঠে গেল, তখন একজন মাঝি আর একজন মাঝির পিঠে খুব জোরে একটি থাপ্পড় মারলো।এদিকে ঠাকুর সজোরে চিৎকার করে উঠলেন ও বললেন, ওরে হৃদু,দ্যাক দ্যাক,আমার পিঠে কে যেন খুব জোরে থাপ্পড় মারলো। মামার চিৎকার শুনে হৃদয় বাবু ছুটে এসে বললো, কই এখানে তো কেউ নেই,কে তোমাকে থাপ্পড় মারলো।
হ্যাঁ রে,পিঠ টা খুলে দ্যাক না। ঠাকুরের কথামতো হৃদয় বাবু ঠাকুরের পিঠ টা খুলে দেখলো আর একেবারে আচম্বিত হয়ে গেল। দেখলো সত্যসত্যই ঠাকুরের পিঠে পাঁচটা আঙুলের দাগ পড়ে গেছে ও পিঠটা লাল হয়ে গেছে।হৃদয় বাবু এর কারণ জানতে চাইলে ঠাকুর বললেন, ওই যে গঙ্গার ঘাটে দুজন মাঝি ঝগড়া করছিলো তাদের মধ্যে একজন মাঝি আর একজন মাঝির পিঠে সজোরে থাপ্পড় মারলো,তা থেকে আমার পিঠে এ রকম হলো।হৃদয় বাবু ঠাকুরের এই লীলা বুঝতে না পেরে তার যথারীতি ভঙ্গিতে বললো, হু,যত সব তোমার ঢঙ আর কি। কোথায় মাঝি আর কোথায় তুমি।হৃদয় ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিলো না কিন্তু ভগবান,ভক্তের সাথে লীলা করে গেলেন।তিনি যে সবার মধ্যে আছেন এই ঘটনার দ্বারা তিনি প্রমান করলেন কিন্তু তা কাছে থেকেও ভক্ত বুঝতে পারলো না।তাই কবি গেয়েছেন, তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে,বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খোঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ।

পাঠকের চিঠি

ভাববার কথা

আমার মতে এই পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ হয়।
১.কিছু মানুষ আছে যারা শুধু নিজেদের কথা ভাবে,নিজেদের জন্য করে ও নিজেদের জন্য বাঁচে,অন্য মানুষদের কথা,সমাজের কথা ও দেশের কথা ভাবেও না ও কিছু করেও না।দুনিয়া ডুবে গেলেও এক হাঁটু।এরা হলো সাধারণ মানুষ
২.পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের কথা ভাবে,নিজেদের জন্য করে নিজেদের জন্য বাঁচে আবার পরের জন্য,সমাজের জন্য ও দেশের জন্য ও ভাবে ও কিছু করে।এরা ভালো মানুষ ও সমাজ সচেতন মানুষ যাদের উপর সমাজ ও দেশ টিকে আছে।
৩.কিছু মানুষ পৃথিবীতে আছে, যারা সংখ্যায় খুবই কম যারা নিজেদের কথা ভাবে না,নিজেদের জন্য করে না ও নিজেদের জন্য বাঁচে না।যারা তাদের সম্পূর্ণ জীবন পরের জন্য সমর্পন করে,বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় এই ভাবনা নিয়ে জীবন কাটায় ।তাদের পুরো পৃথিবীটাই আপন।এরা হলো মহাত্মা ও মহাপুরুষ।এদের পূজা হয়,এদের জয়ন্তী পালন হয়।মরার পর এরা দেবতাহয়ে যায়। এ ছাড়া পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা সবসময় পরের ক্ষতি করে,সমাজের ও দেশের ক্ষতি করে।মানুষ কে খুন করে,চুরি ডাকাতি ছিনতাই করে,সমাজ কে আতংকিত করে তাদের মানুষ বলা হয় না,বলা হয় অমানুষ।এদের দানব বা রাক্ষস বলে ঘৃণা করা হয়।
এরপর ভাবুন আপনারা কেমন মানুষ হবেন অথবা কেমন মানুষ আছেন।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পদ্মিনী একাদশী আসুন জানি শুভ সময়, গুরুত্ব ও পুজো পদ্ধতি

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ প্রতিমাসে ২টি করে হিসাবে বছরে মোট ২৪টি একাদশী হয়, কিন্তু কোনও কোনও মাসে একাদশীর সংখ্যা বাড়ে। এই বছর, ১৪৩০ বঙ্গাব্দে,বেশি সময় থাকায় মোট ২৬টি একাদশী পালিত হচ্ছে। পদ্মিনী একাদশী মলমাসে বা অধিকমাসে পালিত হয়। সেই অনুযায়ী প্রতি তিন বছরে একবার এই একাদশী পালিত হয়ে থাকে। কারণ তিন বছর পর পর ক্যালেন্ডারে একটি মলমাস থাকে। ১৮ জুলাই থেকে মলমাসের সূচনা হয়েছে। অধিক বা মল মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে পদ্মিনী একাদশী বলা হয়। এই দিনগুলিতে বিশেষ পুজো করলে যজ্ঞ, উপবাস ও তপস্যার ফল পাওয়া যায়। জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট এড়ানো যায়। এবার পদ্মিনী একাদশী আজ ২৯ জুলাই শনিবার।

একাদশী তিথি বিষ্ণুর প্রিয়। আবার অধিক মাসের দেবতাও বিষ্ণু। স্বাভাবিক ভাবেই মলমাসের এই একাদশী তিথির মাহাত্ম্যও বিশেষ। মলমাসে পদ্মিনী একাদশী তিথিতে ব্রত পালন করলে ব্যক্তির সমস্ত মনস্কামনা পূরণ হয়। মনে করা হয় পদ্মিনী একাদশী ব্রত পালন করলে ব্যক্তি দ্বিগুণ পুণ্য লাভ করে থাকে। অধিক মাসের পদ্মিনী একাদশী ব্রত কবে ও এর শুভক্ষণ সম্পর্কে জেনে নিন এখানে।

পদ্মিনী একাদশীর শুভক্ষণ

২৮ জুলাই দুপুর ২টো ৫০ মিনিট থেকে একাদশী তিথির সূচনা হয়েছে। ২৯ জুলাই দুপুর ১টা ৬ মিনিট পর্যন্ত এই তিথি থাকবে। উদয়া তিথি অনুযায়ী ২৯ জুলাই, আজ শনিবার পদ্মিনী একাদশী পালিত হবে।এই বছর পদ্মিনী একাদশীতে দুটি অত্যন্ত শুভ যোগ গঠিত হচ্ছে। এই দিনে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র যোগ থাকবে। ব্রহ্ম যোগ ২৮ জুলাই সকাল ১১.৫৬ মিনিট থেকে ২৯ জুলাই সকাল ০৯.৩৪ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। এরপর ২৯ জুলাই সকাল ৯.৩৪ থেকে ৩০ জুলাই সকাল ৬.৩৩ মিনিট পর্যন্ত ইন্দ্র যোগ থাকবে।

পদ্মিনী একাদশী পুজোর নিয়ম

পদ্মিনী একাদশী তিথিতে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে স্নান করার পর সূর্যকে অর্ঘ্য দিন,পূজার অঙ্গীকার করুন।এর দিনভর ভগবান বিষ্ণু ও শিবের পূজা আরাধনা করুন। । কোনও হলুদ রঙের মিষ্টির ভোগ নিবেদন করুন। চরণামৃত অবশ্যই তৈরি করবেন। বাড়িতে ব্রাহ্মণ ডেকে তাঁকে ভোজন করাতে ভুলবেন না। একাদশীর উপবাস করলে কিছু বিষয়ে মেনে রাখা উচিত। একাদশীর আগের দিনে আমিষ, পেঁয়াজ রসুন, মুসুর ডাল খাওয়া হয় না। দশমী ও একাদশী তিথিতে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত।

পদ্মিনী একাদশীর রাতে পূজার ব্যবস্থা করুন। রাতে চার ঘণ্টা পুজো। প্রথম ঘণ্টায় নারকেল দিয়ে, দ্বিতীয় ঘণ্টায় পান দিয়ে, তৃতীয় ঘণ্টায় যেকোনও ফল দিয়ে এবং চতুর্থ ঘণ্টায় সুপারি দিয়ে ভগবানকে পূজা করুন। ভগবানের সামনে ঘি জ্বালিয়ে দিন। এর পরে ভগবদ্গীতা পাঠ করুন বা গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

অধিক মাসের পদ্মিনী একাদশীর বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী যে ব্যক্তি নিষ্ঠাভক্তি ভরে এই একাদশী ব্রত পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠ ধামে যান। শাস্ত্র মতে এই ব্রত পালন করলে ব্যক্তি সমস্ত ধরনের তপ, তপস্যা, যজ্ঞ ও ব্রতর দ্বারা প্রাপ্ত ফলের সমান ফলাফল লাভ করতে পারেন। অধিক মাসের একাদশী ব্রত পালন করলে ব্যক্তি বিষ্ণুর আশীর্বাদ লাভ

করতে পারেন।

পদ্মিনী একাদশীর উপায়

অধিক মাসের পদ্মিনী একাদশীতে বিষ্ণু কৃপা লাভের জন্য কিছু বিশেষ উপায় করতে পারেন। এটি হল

১. পদ্মিনী একাদশীর দিনে সন্ধ্যাবেলা তুলসীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ মন্ত্র জপ করুন। তার পর তুলসীর সামনে ১১ বার পরিক্রমা করুন। এর ফলে লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর আশীর্বাদ লাভ করবেন।

২. এই তিথিতে বিষ্ণুর সামনে ৯ মুখী প্রদীপের পাশাপাশি একটি অখণ্ড প্রদীপ জ্বালান। এর প্রভাবে চাকরিতে আগত সমস্ত বাধা দূর হবে।

৩. শাস্ত্র মতে অশ্বত্থ গাছে বিষ্ণুর বাস। তাই পদ্মিনী একাদশী তিথিতে অশ্বত্থ গাছের পুজো কর উচিত।

৪. শত চেষ্টা সত্ত্বেও আটকে থাকা টাকা ফিরে না পেলে পদ্মিনী একাদশী তিথিতে বিষ্ণুর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পূর্বদিকে মুখ করে গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

পৌরাণিক কাহিনী

ত্রেতাযুগে একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন যার নাম ছিল কীত্রিবীর্য। এই রাজার অনেক রাণী ছিল, কিন্তু রাজার কোনও রাণীর সন্তান হয়নি। নিঃসন্তান হওয়ায় রাজা ও তার রাণীরা সকল আরাম ও সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অসুখী ছিলেন। সন্তান লাভের ইচ্ছায় রাজা তার রাণীদের নিয়ে তপস্যা করতে বের হলেন। বছরের পর বছর তপস্যা করেও রাজার তপস্যা সফল হয়নি। রানী তখন দেবী অনুসূয়ার কাছে সমাধান চাইলেন। দেবী তাকে মল মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করতে বলেছিলেন।

অনুসূয়া রাণীকে এই উপবাসের নিয়ম বলেছিল। রানী, দেবী অনসূয়ার দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী পদ্মিনী একাদশীর উপবাস করেন। ব্রত শেষে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে রানীকে বর চাইতে বললেন। রানী ভগবানকে বললেন, প্রভু, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তবে আমাকে নয়, আমার স্বামীকে বর দিন। প্রভু তখন রাজাকে বর চাইতে বললেন।

রাজা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে আপনি আমাকে এমন একটি পুত্র দান করুন যে সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ এবং যে তিন জগতেই সম্মানিত হয়। তুমি ছাড়া আমার ছেলে যেন আর কারও কাছে পরাজিত না হয়। ঈশ্বর তথাস্তু বলে চলে গেলেন। কিছু দিন পর, রাণী একটি পুত্রের জন্ম দেন যিনি কার্তবীর্য অর্জুন নামে পরিচিত হন। এই শিশুটি পরবর্তীতে একজন পরাক্রমশালী রাজা হয়। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম অর্জুনকে পুরুষোত্তমী একাদশীর উপবাসের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন এবং তাকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন।

পদ্মিনীএকাদশীর মাহাত্ম্য

স্মার্তগণ পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাসকে ‘মলমাস’ বলে এই মাসে সমস্ত শুভকার্য পরিত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসকে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য অন্য সকল মাস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছেন।তিনি নিজের নামানুসারে এই মাসের নাম ‘পুরুষোত্তম’ মাস রেখেছেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে জনার্দন! আমি বহুধর্ম ও ব্রতের কথা শুনেছি। এখন পুরুষোত্তম মাসের সর্বপাপবিনাশিনী ও পুণ্যদায়িনী শুক্লপক্ষীয়া ‘পদ্মিনী’ একাদশীর কথা আমার কাছে বর্ণনা করুন।যা শ্রবন করলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দশমীর দিন থেকেই এই ব্রতের শুরু হয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মুসুর, ছোলা, শাক এবং অপরের অন্ন ও আমিষ দশমীর দিন বর্জন করতে হয়। পরের দিন প্রাতঃকৃত্যের পর সুগন্ধী ধূপ, দীপ, চন্দনাদি দিয়ে ভগবানের পূজা করতে হয়। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ভগবানের নাম,গুণ কীর্তন করতে হয়। এখন এই ব্রতের একটি ইতিহাস আপনার মনোরঞ্জনের জন্য বলছি। পূর্বে পুলস্ত মুনি দেবর্ষি নারদকে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

একসময় রাজা কার্তবীর্য লঙ্কাপতি রাবনকে পরাজিত করে তাঁর কারাগারে বন্দী করে রাখে। পুলস্ত মুনি রাজার কাছে রাবনের মুক্তি প্রার্থনা করেন। মুনির আজ্ঞায় রাজা রাবনকে মুক্ত করেন। এই আশ্চর্যজনক কথা শুনে নারদ পুলস্ত মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন, হে মুনিবর! ইন্দ্রসহ সকল দেবতা যখন রাবনের কাছে পরাজিত হল, রাজা কার্তবীর্য কীভাবে রাবনকে পরাজিত করলেন? পুলস্ত মুনি তখন নারদের কাছে কার্তবীর্যের জন্মরহস্য বর্ণনা করেন।

ত্রেতাযুগে হৈহয় বংশে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। মহীস্মতীপুরে তার রাজধানী ছিল। রাজার এক হাজার পত্নী ছিল। কিন্তু রাজ্যভার গ্রহন করার মত কোনো পুত্রলাভ তার ভাগ্যে হয়নি। দেবতাদের আরাধনাতেও সুফল মেলেনি তার। অবশেষে সাধুদের আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন ব্রত পালন করলেন।তথাপি রাজা ছিলেন অপুত্রক। মন্ত্রীর ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যায় যাবেন বলে স্থির করলেন রাজা। রাণী মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কন্যা পদ্মিনী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা। স্বামীর সাথে তিনিও তপস্যার জন্য মন্দার পর্বতে গমন করলেন। সেখানে তারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। কিন্তু রাজা পুত্রলাভে বঞ্চিতই রইলেন।

রাণী পদ্মিনী মহাসাধ্বী অনুসূয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাধ্বী! পুত্রলাভের জন্য আমার স্বামী দশ হাজার বছর তপস্যা করেও বিফল হয়েছে।যে ব্রত পালনে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং অতিশ্রেষ্ঠ পুত্রলাভ হয়,এমন কোনো উপায় বিধান করুন।

পদ্মিনীর প্রার্থনায় অনুসূয়া প্রসন্ন হয়ে বললেন, বত্রিশ মাস অন্তর এক অধিমাস বা পুরুষোত্তম মাস আসে। এই মাসে পদ্মিনী ও পরমা দুই একাদশী। এই ব্রত পালন করলে পুত্রদাতা ভগবান শীঘ্রই প্রসন্ন হবেন।

অনুসূয়ার নির্দেশে পদ্মিনী পরম শ্রদ্ধায় এই একাদশী ব্রত পালন করলেন। সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান গরুড় বাহনে আরোহন করে পদ্মিনীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

ভগবান বললেন, হে ভদ্রে! আমি প্রসন্ন হয়েছি। পুরুষোত্তম মাসের একাদশী আমার পরম প্রিয়। তুমি সেই ব্রত যথাযথ পালন করেছ। তাই আমি তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করব।

ভগবানের স্তব করে রাণী বললেন, হে ভগবান! আমার স্বামীকে আপনি বর দান করুন। ভগবান তখন রাজার কাছে এসে বললেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। মহানন্দে রাজা বললেন, হে জগৎ পতি! হে মধুসূদন! দেবতা,মানুষ, নাগ,দৈত্য, রাক্ষস আদি কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না, এমন পুত্র আমি প্রার্থনা করি। রাজার প্রার্থনা অনুসারে বরদান করে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। রাজা পত্নী সহ রাজ্যে ফিরে এলেন। যথা সময়ে রানী পদ্মিনীর গর্ভে মহা বলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ কৃতবীর্য পুত্রের নাম রাখেন কার্তবীর্য। ত্রিলোকে তার সমান কোনো বীর ছিলনা। তাই দশানন রাবন যুদ্ধে তাঁর কাছে পরাজিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! এই ব্রত যিনি পালন করবেন, তিনি ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ধর্মরাজ সপরিবারে এই একাদশী ব্রত পালন করেন। যিনি এই ব্রত মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবন করেন,তিনি বহু পুণ্যলাভ করেন।

মাতাজী আশ্রমের রোজনামচা

পোটকা ঃ মাতাজী আশ্রমের জন্ম ১৯৩৮ সালে।চাইবাসার দুই পরিবারের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র শিষ্যা ও মহান সাধিকা শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতাজী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ও ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর নিত্য পূজা শুরু করেন।আমি মাতাজী আশ্রমের সাথে ১৯৭১ সাল থেকে জড়িত আছি ও বিগত ৪০ সাল থেকে আশ্রমের সেবা করছি।আমি আশ্রমের ২৫ বছর পূর্তির সময় পৃথিবীতে ছিলাম কিন্তু সেদিনের কথা মনে নেই।পঞ্চাশ বছর ও পঁচাত্তর বয়স আমি নিজের চোখে দেখেছি ও করেছি কিন্তু আশ্রমের একশো বছর দেখতে পাবো কিনা জানি না।আশ্রমের শত বর্ষ পালিত হবে ২০৩৮ সালে।আশ্রমে রামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি হয়েছে ২০২২ সালে।প্রতিষ্ঠা হয় বিগত ১৪ ই মার্চ ২০২২।আনন্দের বিষয় যে মন্দিরে ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে ও প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ত্রিসন্ধ্যা ঠাকুরের পূজা ও সেবা চলছে তাঁর কৃপায়।সকাল পাঁচ টায় মন্দির খোলা হয়।সকালে ঠাকুরের গান ও ভজন বাজে।সাত টা থেকে আঠ টার মধ্যে ঠাকুরের সকালের পূজা ও ভোগ হয়।বেলা বারোটায় ঠাকুর কে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়।সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি,ভোগ,কথামৃত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন হয়।প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো জন সন্ধ্যায় আসেন।রবিবার দিনে একটু ভক্ত সংখ্যা বেশি হয়।সন্ধ্যা আরতির পর একটু ধার্মিক আড্ডা হয়।এটা হলো প্রতিদিনের রোজ নামচা।এ ছাড়া সারা বছর উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে।প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আজকাল প্রচুর ভক্ত সমাগম হচ্ছে।সাত জুলাই থেকে চৌদ্দ জুলাই আট দিন ব্যাপী কথামৃত উৎসব টি অঞ্চলে প্রচুর সারা জাগিয়েছে।প্রতি বছর অনেক ভক্ত ঠাকুরের নাম নিচ্ছেন ও আশ্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছেন।ঠাকুর সেবা ও আশ্রম চালানোর জন্য মাসিক চাঁদা চালু করা হয়েছে গত ২০২২ এর এপ্রিল থেকে।অনেকেই নিয়মিত চাঁদা দিচ্ছেন কিছু ভক্ত এখনো শুরু করেন নি।কিছু ভক্তের চাঁদা বাকি পড়ে আছে।তাই আশ্রম চালানোর জন্য সবাই কে সহযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাই।ওপাশে আশ্রমের জমিতে লিজে শব্জি চাষ হচ্ছে।এ পাশে নুতন করে ফুল ও ফলের বাগান করা হয়েছে।দুটো অতিথি ভবনের অবিলম্বে ঢালাই কাজ শুরু হবে। এই ভাবে ঠাকুরের কৃপায় ও ভক্তদের সহযোগিতায় আশ্রম সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে চলছে।আমাদের মাতাজী আশ্রম ধীরে ধীরে আরো বড় হবে ঠাকুরের কৃপায় ও মাতাজীদের আশীর্বাদে এই আশা রাখি।

সরকারি পদ বিলুপ্তি হবে না বরং ২২ হাজার নতুন পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

নিষ্ঠা সহকারে নিজের দায়িত্ব পালন করা ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা নেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের সরকারি পদ বিলুপ্তি করা হবে বলে সম্প্রতি প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত খবর রীতিমতো অস্বীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সরকারি পদ বিলুপ্তি হবে না বরং ২২ হাজার নতুন সরকারি চাকরির পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখের আগেই ২২ হাজার নতুন সরকারি চাকরির পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতে চলেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া নিষ্ঠা সহকারে নিজের দায়িত্ব পালন করা ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে রাজ্য সরকারের অধীনের প্রতিটি বিভাগের অপ্রয়োজনীয় পদ বিলুপ্তি করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ পদেরই অস্তিত্ব না থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে চতুর্থ বর্গ, কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি পদের অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি অস্তিত্ব পাওয়া থাকবে না তৃতীয় বর্গের অধিকাংশ পদের। ডিজিটাল মাধ্যমে দোহাই দিয়ে এভাবেই ৫০ শতাংশ পদ কর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মচারী বিভাগে এই বিস্ফোরক তথ্য পাওয়া গেছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে রাজ্য সরকারের বর্তমানের ১০ শতাংশ কর্মচারী চাকরি হারা হয়ে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

তিন দিনের সফরে বৃহস্পতিবার বঙাইগাঁও উপস্থিত হয় বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নিজের বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচির মধ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়

তিনি বলেন কোনো সরকারি পদ বিলুপ্তি করা হয়নি। উল্টো ২২ হাজার নতুন পদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে চলেছে। তবে কোনো কার্যালয়ে কোনো একটি পদের দরকার নেই তাহলে সেই পদের বিপরীতে সরকার কেন বেতন দেবে। সাধারণ মানুষ থেকে সাবান, টুথপেস্টের উপর কর আদায় করে সেই টাকা দিয়ে বসে থাকা পদের জন্য বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। এর বদলে পুলিশের পদ সৃষ্টি করা হবে। সেই স্থানে আশা কর্মী নিযোগে করা হবে, ডাক্তার নিযোগে করা হবে, ইঞ্জিনিয়ার নিযোগে করা হবে, কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন নিযোগে করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার পদ সৃষ্টিও করেছে পদ পূরণও করেছে। ৭৫ বছরের ইতিহাস ভঙ্গ করা হয়েছে। এরপরেও যদি কোনো ব্যক্তি এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাহলে প্রশ্ন করা সেই ব্যক্তির পাণ্ডিত্যেকে সম্মান জানাতে হবে বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ধরনের মন্তব্য কারো মগজ থেকে বের হওয়া জিনিস। এই সরকার নিযুক্তি দিচ্ছে এবং কিছুদিনের মধ্যে ২২ হাজার পদে ফের নিযুক্তি দেওয়া হবে। অর্থ বিভাগের সেই দলিল সংক্রান্তে তিনি বলেন যে ব্যক্তি ইংরেজি জানেন না সেই ব্যক্তিরাই এই ধরনের মন্তব্য করে বলবেন যে পদ বিলুপ্তি হয়েছে। অন্যদিকে ১০৮ এম্বুলেন্স পরিষেবার কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ফলে নিষ্ঠা সহকারে নিজের দায়িত্ব পালন করা ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ধোনি কি তবে সিনেমায় অভিনয় করবেন

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ মহেন্দ্র সিং ধোনির এমন ইচ্ছা আছে কি?
নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, তবে সিনেমার প্রতি ধোনির আগ্রহ যে অনেক, সেটা অজানা নয়। আগ্রহ আছে বলেই না 'ধোনি এন্টারটেইনমেন্ট' নামে সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক। সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে মুক্তি পাওয়া প্রথম সিনেমা 'লেটস গেট ম্যারিড' প্রচার অনুষ্ঠানে ধোনির স্ত্রী সাক্ষী ধোনি যা বলেছেন, তাতে ধোনির ভক্তরা আশাবাদী হতেই পারেন। তামিল এই সিনেমার প্রযোজক ধোনিকে দেখা যেতে পারে প্রধান চরিত্রেও।

সেটা কবে? কোন সিনেমায়? এত কিছু স্পষ্ট করে না বললেও ভালো কিছু পেলে ধোনি যে অভিনয় করতে পারেন, সেই ধারণা পাওয়া গেছে। ধোনি সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন কি না, এমন প্রশ্নে ধোনির স্ত্রী বলেছেন, 'যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে ধোনি হয়তো করবে। সে ক্যামেরা দেখে লজ্জা পায় না। ২০০৬ সাল থেকে সে বিজ্ঞাপন করে আসছে। ক্যামেরার মুখোমুখি হতে ধোনি ভয় পায় না। ভালো কিছু পেলে সে হয়তো করতেও পারে।'

এর আগেও কপিল দেব, ইরফান পাঠানসহ ভারতের কয়েকজন ক্রিকেটারকে সিনেমার পর্দায় দেখা গেছে। তবে সেটা কেন্দ্রীয় চরিত্রে নয়। ধোনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করলে সেটা নতুন কিছু হবে। সিনেমায় অভিনয় হয়তো করবেন, কিন্তু সেই সিনেমার ধরনটা কী হবে! অ্যাকশন, ড্রামা, কমেডি নাকি অন্য কিছু? এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন ধোনির স্ত্রী, 'অ্যাকশন, ধোনি সব সময় অ্যাকশন পছন্দ করে।'
'লেটস গেট ম্যারিড' সিনেমা দিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে রমেশ তামিলমানির। এই পরিচালকের চাওয়া ধোনি অভিনয় করুক সুপার হিরোর চরিত্রে, 'ধোনি সত্যিকারের জীবনেও একজন সুপার হিরো, আমি তাকে সুপার হিরোর চরিত্রেই দেখতে চাই।' 'ধোনি এন্টারটেইনমেন্ট' ব্যানারে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন হারিশ কল্যাণ, ইভানা ও যোগি বাবু।

লন্ডনে দুই দিনের পর্যবেক্ষণে তামিম

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাতে তামিম ইকবাল এখন লন্ডনে আছেন। গতকাল সেখানে কোমরের চোটের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যথানাশক ইনজেকশন দেওয়া হয় তামিমকে। বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরীও আছেন তামিমের সঙ্গে। আজ বিসিবি এক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে তামিমের বর্তমান অবস্থা জানায়। সেখানে দেবাশিষ চৌধুরী জানিয়েছেন, তামিমকে দুই দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। দেবাশিষ চৌধুরী বলেছেন, 'তামিম তার কোমরের ব্যথার জন্য একজন মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছে। ব্যথা সামলানোর জন্য তাকে কাল বিশেষ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসাও করা হয়। সে আগামী দুই দিন পর্যবেক্ষণে থাকবে। এরপর তামিমকে দেখে পরবর্তী সময়ে কী করতে হবে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' লন্ডনে ২৫ জুলাই তামিমের এমআরআই করানো হয়। এরপর কাল পিঠের নিচের অংশে ইনজেকশন দেওয়া হয়। তামিম এর আগেও এমন ব্যথানাশক ইনজেকশন দিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। তবে এ ধরনের ইনজেকশনের কার্যকারিতা ২-৩ মাস থেকে শুরু করে ৪-৫ মাস পর্যন্ত থাকে। আবার এক মাসের মধ্যেও ব্যথা ফিরে আসে। এখন তিনি কেমন অনুভব করেন, সেটিই দেখার অপেক্ষা।

কোমরের এই ব্যথা গত কয়েক বছর ধরেই তামিমকে ভোগাচ্ছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ তিনি খেলেননি কোমরের চোটের কারণে। ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে খেলায় ফিরলেও প্রথম ম্যাচ খেললেও নিজের ফিটনেস নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করে আলোচনার জন্ম দেন। এরপর তো আচমকা অবসরের ঘোষণাই দিয়ে দেন ৩৪ বছর বয়সী এই বাঁহাতি। পরদিনই অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকের পর অবসরের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন তামিম। বোর্ডের কাছ থেকে দেড় মাসের ছুটিও নিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন চোট থেকে সুস্থ হয়ে খেলায় ফিরবেন তিনি।

'নিজের মতো' এক খুদে ভক্তের সঙ্গে দেখা মেসির

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি জগৎজুড়ে কম ভালোবাসা পাননি। পৃথিবীর আনাচকানাচ থেকে ভক্তরা তাঁকে প্রতিনিয়তই ভালোবাসা জানাচ্ছেন। তেমনই ভালোবাসা জানাতে, মেসিকে একনজর দেখতে এবং নিজের গল্প তাঁকে শোনাতে মিয়ামিতে গিয়েছিল এক খুদে আর্জেন্টাইন। মেসি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ও খুদে সমর্থকের দেখা হওয়ার ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল।
ইন্টার মায়ামিতে মেসির শুরুটা হয়েছে দুর্দান্ত। ২ ম্যাচে এ পর্যন্ত ৩ গোল করেছেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলেও তাঁকে নিয়ে মাতামাতি চলবে। এর মধ্যেই সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল গতকাল ৮ বছর পূর্ণ করা মানু। ছেলেটির জন্ম আর্জেন্টিনার রিও নেগ্রো অঞ্চলের সান কার্লোসে।
মেসির সঙ্গে তার একটি মিলও আছে। ছোটবেলায় মেসি যেমন গ্রোথ হরমোন সমস্যায় ভুগেছেন, তেমনি মানুও এই রোগে আক্রান্ত। মানুর পরিবারই তার এই গল্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছে। আর এই গল্পের শুরু দুই বছর আগে, যখন হরমোনের সমস্যা মেটাতে তাঁকে ইনজেকশন নেওয়া শুরু করতে হয়েছিল। একই সমস্যায় ছোটবেলায় ইনজেকশন নিতে হয়েছিল মেসিকেও।

আর্জেন্টিনা থেকে ফ্লোরিডায় উড়ে গিয়ে মেসির দুটি ম্যাচই গ্যালারি থেকে দেখেছেন মানু। এরপর ইন্টার মায়ামির অনুশীলন সেন্টারে তার দেখা হয় মেসির সঙ্গে। দরজা দিয়ে মেসিকে বের হতে দেখেই আর্জেন্টিনার জার্সি পরা ছেলেটি দুই হাতে চোখমুখ ঢেকে ফেলে। আবেগ সংবরণ করতে পারেনি সে। ছুটে গিয়ে মেসিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। আর্জেন্টাইন তারকা মানুর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। মুখের মুচকি হাসিই বলে দিচ্ছিল, এমন পরিস্থিতি মেসির জন্য নতুন না হলেও তাঁর ভালোই লাগে।

লিগস কাপে ইন্টার মায়ামিকে দুই ম্যাচ জেতানোর পর এখন ২ আগস্ট মাঠে নামার অপেক্ষায় মেসি। সেদিন লিগস কাপে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে মাঠে নামবে মায়ামি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কিন্তু মেসির এখনো অভিষেক হয়নি। ২০ আগস্ট শার্লট এফসির হয়ে এমএলএসে অভিষেক হবে মেসির।

ম্যান সিটির মাহরেজ এখন আল আহলির

রিয়াদ ঃ গুঞ্জনটা আগে থেকেই ছিল। শোনা যাচ্ছিল ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল আহলিতে যেতে পারেন রিয়াদ মাহরেজ। সেই গুঞ্জনটাই সত্যি হলো। ৩ কোটি পাউন্ডে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আল আহলিতে যোগ দিয়েছেন আলজেরিয়ান এই উইঙ্গার। ম্যান সিটি থেকে তাঁকে কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আল আহলি। ম্যান সিটির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি বাকি থাকলেও ইংলিশ চ্যাম্পিয়নদের বিদায় বলে দিলেন মাহরেজ।
মাহরেজকে ২০১৮ সালে ৬ কোটি পাউন্ডে কিনেছিল ম্যান সিটি। মূলত লেস্টার সিটির রূপকথার গল্প লিখে প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবল তারকা। লেস্টারের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স মনে ধরায় তাঁকে সিটিতে নিয়ে আসেন গার্দিওলা। সিটির হয়ে ৪টি প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পাশাপাশি ১টি চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন মাহরেজ। সব মিলিয়ে সিটিতে মাহরেজ জিতেছেন ১০টি শিরোপা। গত মৌসুমে সিটির ট্রেবল জেতার পথে ৪৭ ম্যাচ খেলে মাহরেজ করেছেন ১৫ গোল।

সিটিকে বিদায় জানিয়ে মাহরেজ বলেছেন, 'ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলাটা সম্মানের ও গৌরবের। আমি সিটিতে এসেছিলাম ট্রফি জিততে এবং ফুটবলকে উপভোগ করতে। আমি সেসব অর্জন করেছি এবং আরও অনেক বেশি কিছু পেয়েছি। আমি সারা জীবন মনে রাখার মতো স্মৃতি এখানে পেয়েছি। ম্যান সিটি সারা জীবন আমার জীবনের বড় একটি অংশ হয়ে থেকে যাবে।'

মাহরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বার্তা দিয়েছে সিটিও। এক বিবৃতিতে ক্লাবটির পরিচালক টক্সিকি বেগিরিস্টাইন বলেছেন, 'রিয়াদ (মাহরেজ) গত পাঁচ বছরে আমাদের প্রধান অর্জনগুলোর অন্যতম কারণ ছিল। তার অবদান কখনো ভোলার নয়। তাকে খেলতে দেখা ছিল দারুণ ব্যাপার। সে এখানে দারুণ সব স্মৃতি রেখে যাচ্ছে। খুব কম উইঙ্গার আছে যাদের তার মতো দক্ষতায় ও কৌশলে তার মতো। রিয়াদকে আমরা মিস করব। ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য আমরা সবাই তাকে শুভকামনা জানাচ্ছি।'

লিভারপুল ছেড়ে হেন্ডারসন এখন আল ইত্তিফাকের এই দলবদলের মধ্য দিয়ে তারকা ফুটবলারদের সৌদি আরব পাড়ি জমানোর ধারায় নতুন সংযোজন হলেন মাহরেজ। এর আগে গতকাল লিভারপুল ছেড়ে আল ইত্তিফাকে যোগ দিয়েছেন জর্ডান হেন্ডারসন।

ভারতের সংসদে 'ইন্ডিয়া'র অনাস্থা প্রস্তাবে আলোচনায় সায় দিলেন লোকসভার স্পিকার

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিজেপিবিরোধী ২৬টি দলের জোট 'ইন্ডিয়া'র আনা অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হলো ভারতের লোকসভায়। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ আজ জোট ইন্ডিয়া'র তরফে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। স্পিকার সেটি নিয়ে আলোচনার অনুমোদন দেন। স্পিকার জানিয়েছেন তিনি আলোচনার তারিখ পরে জানিয়ে দেবেন।

সংসদ সূত্রে খবর তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি আলাদা করে একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে। তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় বলেন, 'নিয়ম হল ৫০ জন সাংসদ মিলে প্রস্তাব জমা করলে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। ১০ দিনের মধ্যে স্পিকারকে জানাতে হবে আলোচনার তারিখ।

রাজনৈতিক মহলের মতে যে কারণে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে ঠিক একই কৌশল মাথায় রেখে সরকারও তাতে আলোচনায় সাড়া দিচ্ছে। বিরোধীরা চেয়েছিল সরকার যাতে মনিপুর প্রসঙ্গ এড়িয়ে একতরফা ভাবে ৩১টি বিল পাস করিয়ে নিতে না পারে। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা হলে সংসদের নেতা তথা সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর জবাব দেওয়াটা সংসদীয় রীতি। ফলে নরেন্দ্র মোদী মণিপুর নিয়ে নীরব থাকলেও অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার উপর জবাবী ভাষণে তাঁকে উত্তরপূর্বের এই রাজ্যটির বিষয়ে বলতে হতে পারে। যদিও একথাও ঠিক প্রধানমন্ত্রী চাইলে জবাবী ভাষণেও মণিপুর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেন। যেমন লোকসভার বাজেট অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতির দেওয়া ভাষণের উপর বির্তকের জবাবী বক্তৃতায় মোদী আদানি ইস্যু এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যদিও বিরোধীরা সরকারকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ শনিয়েছিল ওই ইস্যুতেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে সরকার পক্ষের কৌশল হল তাঁরা এই সুযোগে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির নারী নির্যাতন, অনুন্নয়ন , অপশাসন নিয়ে সরব হবে। নভেম্বরে রয়েছে চার রাজ্য রাজস্থান, ছত্তিসশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় বিধানসভার নির্বাচন। এর মধ্যে শুধু মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আছে। বাকি তিন রাজ্যে ক্ষমতায় বিরোধীরা। রাজস্থানে নারী নির্যাতন নিয়ে সেই রাজ্যের একজন মন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভায় সরব হয়েছেন। এই অপরাধে তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মন্ত্রী আবার একটি লাল ডায়েরি তুলে ধরে দাবি করছেন অশোক গেহলট সরকারের দুর্নীতির যাবতীয় তথ্য আছে ডায়েরির পাতায় পাতায়। ছত্রিশগড়েও আদিবাসী মহিলাদের উপর অত্যাচারের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। একই পরিস্থিতি তেলেঙ্গানাতেও। অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের পরিস্থিতি নিয়েও বিতর্কের ঝড় তুলতে চায় বিজেপি।

সুগার টাইফুনের আঘাতে ম্যানিলার কাছে ফেরিডুবিতে ২৫ জনের প্রাণহানি, এবার নিশানা চীন

জিয়াংসু ঃ তাইওয়ান ও উত্তর ফিলিপাইনে বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের আঘাতের পর দক্ষিণপূর্ব চীনে পৌঁছে বৃহস্পতিবার ডকসুরি সুপার টাইফুনের শক্তি ফিরে পেয়েছে। এর ফলে একটি ফেরি ডুবে গেছে। এই ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন মারা গেছেন।

বেইজিং সময় বিকাল ৫টায় (০৯০০ জিএমটি) ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুর আশেপাশে ঘন্টায় ১৮৭ কিলোমিটার (১১৬ মাইল, প্রতি ঘন্টা) বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। চীনে ট্রপিকাল ঘূর্ণিঝড় পরিমাপের যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেই তালিকায় ডকসুরি আবার শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। যদিও এই ঘূর্ণিঝড় আগে খানিক দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় আতঙ্কিত যাত্রীরা নৌকার একপাশে এলে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার কাছে নৌকাটি উল্টে গিয়ে ডুবে যায়। ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চল দিয়ে ডকসুরি অতিক্রম করার সময় এই সপ্তাহে ৩৬ জনের মতো মানুষ নিহত হয়েছেন।

ভূমিধস ও বন্যা সতর্কতার মধ্যে তাইওয়ানের দক্ষিণ কাউন্টিতে ব্যবসা ও স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অভ্যন্তরীণ উড়ান ও ফেরি পথ স্থগিত করা হয়। ১০০ টিরও বেশি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল বা বিলম্বিত করা হয়েছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব তাইওয়ানের মধ্যে রেল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সতর্কতা হিসাবে ৫৭০০ জনেরও বেশি লোককে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বেশিরভাগই পাহাড়ময় দক্ষিণ ও পূর্ব তাইওয়ানে। এখানে কিছু এলাকায় ০.৭ মিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। এই ঘূর্ণিঝড় তাইওয়ান জুড়ে ৪৯০০০-এরও বেশি পরিবারের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যদিও পরে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা হয়েছে।

দক্ষিণের বন্দর শহর কাওসিয়াং-এর মেয়র চেন চিমাই বুধবার ফেসবুকে বলেন,ঘূর্ণিঝড় ডকসুরিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।

তাইওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী রাজধানীর বাইরে তাইপেই বন্দরের কাছে এক সমুদ্র সৈকতে বৃহৎ আকারের অ্যান্টিল্যান্ডিং মহড়া করছে। প্রতিবেশী চীনের সাথে উচ্চ সামরিক উত্তেজনার মধ্যে স্থল সৈন্য ও ট্যাঙ্ক দিয়ে শত্রু শক্তিকে বিতাড়িত করতেই এই উদ্যোগ।

সোমবার থেকে শুরু হওয়া তাইওয়ানের প্রধান বার্ষিক হান কুয়াং মহড়া ও বিমান হামলার মহড়ার কিছু অংশকে ব্যাহত করেছে এই ঝড়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ ও টাইফুনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রযোজেনীয়তার কথা উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ কিছু কর্মসূচি বাতিল করেছে।

টুকরো খবর

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে ঃযুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবার দিকে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে সিভিল সোসাইটি গ্রুপগুলো ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপগুলোকে যেভাবে কোনঠাসা করা হচ্ছে সেটি নিয়েও সিভিল সোসাইটি চিন্তিত। যুত্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক প্রতিবেদনে এসব পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে এসব কথা বলা হয়।

একটি দেশের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমেরিকার কোম্পানিগুলো যাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেজন্য এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট। ১৬৫টির বেশি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে দেশের উন্নয়নের প্রশংসার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সমালোচনাও তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে সেসব দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিবেদনে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ দল সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৯টি আসনে জয়লাভ করে। সে নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপি, ব্যালট বাক্স ভর্তি করা এবং ভয়ভীতি দেখানো হয়েছিল। নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের হয়রানি এবং সহিংসতার কারণে স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশ করা তাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই রিপোর্টের সাথে সংযুক্ত ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের 'ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি' রিপোর্টে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। ২০২২ সালের জুলাই মাসে এটি প্রকাশ করা হয়। এখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ২০১৮ সালের 'ত্রুটিপূর্ণ' নির্বাচনের পর নাগরিক অধিকারের জায়গা সংকুচিত হয়ে গেছে। এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্যভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সক্ষমতা এবং বাকস্বাধীনতার মতো জায়গাগুলো সংকুচিত করা হয়েছে।

সরকারের কর্তৃত্ববাদী আচরণের কারণে গণতান্ত্রিক জায়গাগুলো যদি সংকুচিত হতে থাকে এবং এর কোন উন্নতি না হয়, তাহলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেমন নষ্ট হতে পারে তেমনি মানবাধিকারও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হবে বলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি' প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জন্য ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে কারণ এর মধ্য দিয়ে নির্ধারণ হবে বাংলাদেশ কি আরও 'গণতান্ত্রিক' দিকে নাকি 'স্বৈরতন্ত্রের' দিকে এগিয়ে যাবে। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের উন্নতি না হলে আমেরিকার সাথে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। 'বিনিয়োগ পরিবেশ বিবরণী'র এমন প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যেন দেশটিতে বিদেশীরা বিনিয়োগ করতে চাইলে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এমন রিপোর্ট প্রতিবছরই প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তোষের জায়গা বেড়েছে এবং একারণে সামনের নির্বাচনকে ঘিরে আমেরিকার তৎপরতা বেড়েছে বলে মনে করছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনেক সম্ভাবনার দিক আছে। বাংলাদেশকে ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের একটি আকর্ষণীয় বাজার হিসেবে উল্লেখ করছে আমেরিকা। যেসব ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বড় সম্ভাবনা দেখছে আমেরিকা সেগুলো হচ্ছে- বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, কৃষি সামগ্রী, প্রযুক্তি, অবকাঠামো, টেক্সটাইল, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সামগ্রী, ইকমার্স এবং স্বাস্থ্য। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের বড় ধরণের কোন বৈষম্য নেই। তবে সরকার সাধারণত দেশিয় শিল্পকে গুরুত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদেশ থেকে আমাদনি করা ঔষধ দেশীয় কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করে তাহলে আমদানি করা ওষুধের উপর নানা বিধিনিষেধ থাকে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকার কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের বিদ্যুত ও জ্বলানী খাতে বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে যত গ্যাস উত্তোলন হয়ে তার ৫৫ শতাংশ আমেরিকার কোম্পানিগুলো করে। এছাড়া বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আমেরিকার কোম্পানি রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের সুযোগ আছে। বর্তমানে বঙ্গোবসাগবে ২৬টি ব্লক রয়েছে। এসব ব্লকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে গ্যাস মজুদ রয়েছে ধারণা করা হচ্ছে। জ্বালানীর চাহিদা মেটানোর জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদানি শুরু করেছে। এজন্য মহেশখালিতে ভাসমান টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে ২০১৮ সালে। আমেরিকার একটি কোম্পানি এটি নির্মাণ করেছে এবং আগামী ১৫ বছর সেটি পরিচালনা করবে।

বাংলাদেশের কৃষিখাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের কৃষিখাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্ববাজার থেকে বাংলাদেশ ২০২১ সালে প্রাড়ে দশ হাজার মিলিয়ন ডলারের কৃষিজ পণ্য আমদানি করেছে। এরমধ্যে আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে এক হাজার মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ মোট আমদানির দশ ভাগের এক ভাগ। বিনিয়োগকারীরা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেন এবং সেজন্য একটি দেশের সুশাসনের জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে দুটি আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশে এসেও গভর্নেন্স বা সুশাসনজনিত জটিলতার কারণে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তারা যেটা জানতে চায় যে এই বিনিয়োগটা করলে এই জায়গাতে আমরা কী পাবো, কী দেবো, এখানে গভার্নেন্সের অনেক বিষয় আমরা স্বচ্ছভাবে রাখি না বা রাখতে পারি না এমন অস্বচ্ছতার জায়গায় তারা আর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারে না বলছেন মিঃ কবির।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শনিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29-07-2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নয়াপল্টন পরিপূর্ণ বিএনপি নেতাকর্মীসমর্থকে, বায়তুল মোকাররমে আওয়ামী লীগ

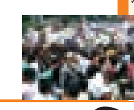

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থক। আর আওয়ামী লীগের তিনটি সহযোগী সংগঠনের সমাবেশের জন্য বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ প্লাজায় জমায়েত করেছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা। ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিল করে এসে যোগ দিচ্ছেন নয়াপল্টনের সমাবেশে। বিএনপির এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে নয়াপল্টন ও আশেপাশের এলাকায় যানবাহন চলাচল একপ্রকার বন্ধই রয়েছে বলা চলে। সেসব এলাকায় ব্যাপক পুলিশের উপস্থিতি রয়েছে। সমাবেশস্থল নিয়ে দু'দিন ধরে নানা অশ্চিয়তার পর শুক্রবার ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে করতে যাচ্ছে দলটি। এজন্য বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী নয়াপল্টন ও তার আশপাশের এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন। বিএনপির সমাবেশস্থল থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্বে সমাবেশ করবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তিনটি সহযোগী সংগঠন।

টেলিভিশনে এসে অভ্যুত্থানের ঘোষণা করলো নিজেরের সেনাবাহিনী

নিজেরে (এজেন্সী) ঃ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নিজেরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুম ‑ যিনি এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন ‑ তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলেছেন যে দেশটির কষ্টার্জিত অর্জনকে রক্ষা করতে হবে। বুধবার রাত থেকেই তাকে আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু কোথায় তা এখনও পরিষ্কার নয়। তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসুমি মাসুদু ইতোমধ্যে নিজেকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং সামরিক শাসনের বিরোধিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি ফরাসি মিডিয়াকে বলেছেন, এই অভ্যুত্থানে পুরো সেনাবাহিনীর সমর্থন নেই এবং আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যেতে পারে।

বুধবার সন্ধ্যায় একদল সামরিক কর্মকর্তা জাতীয় টেলিভিশন দখল করে এবং অভ্যুত্থানের ঘোষণা করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই সেনা অভ্যুত্থানের ব্যাপক নিন্দা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমকে এই অঞ্চলে ইসলামি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের প্রধান সহযোগী হিসেবে দেখা হয়।

বিবিসি সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, বুধবার রাতে টিভিতে এসে কর্নেল মেজর আমাদু আবদ্রামানে এবং তার সাথে থাকা আরও ন'জন ইউনিফর্মধারী অফিসার বলেন, আমরা প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা বাহিনী ... আপনাদের চেনা শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

নিরাপত্তা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি এবং দুর্বল অর্থনৈতিক ও সুশাসনের অভাবেই এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

তিনি আরও জানান, দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম স্থগিত করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের প্রধানরাই নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

বাইরের বিশ্বের সব অংশীদারদের হস্তক্ষেপ না করার জন্য বলা হচ্ছে, তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত স্থল ও আকাশ সীমান্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশ মালিতে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত রাশিয়ান ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের সদস্যরা জিহাদি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সে দেশের সামরিক সরকারকে সাহায্য করছে।

ওয়াগনার গ্রুপের তৎপরতা এবং সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে সাহেল অঞ্চলের অস্থিরতা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব এমনিতেই যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। নিজেরের ভেতরে এই অস্থিরতা সেই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

আফ্রিকায় রুশ প্রভাব বিস্তারে বিশেষভাবে আগ্রহী প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এখন সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকান নেতাদের সাথে বৈঠক করতে সম্মেলন করছেন। পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক জোট ইকোওয়াস এক বিবৃতিতে বলেছে, নিজেরে বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে তারা কঠোর ভাষায় নিন্দা জানায়।

নিজের সরকার দুটি ইসলামপন্থী বিদ্রোহী গ্রুপের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। একটি দেশে দক্ষিণ-পশ্চিমে ‑ যেটি ২০১৫ সালে মালিতে ঢুকে পড়েছিল। আর অন্যটি নিজেরের দক্ষিণ-পূর্বে ‑ যাদের সাথে নাইজেরিয়াতে অবস্থিত জিহাদিদের যোগাযোগ রয়েছে। আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট ‑ এ দুটি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত জোটবদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো এখন নিজেরে সক্রিয় রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বাজুম ২০২১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফ্রান্স এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলির তিনি একজন ঘনিষ্ঠ মিত্র।

উনিশশো ষাট সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতার পর নিজেরে চারটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এবং সেই সাথে সে দেশে অসংখ্যবার অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়েছে।

মণিপুরের সহিংসতা নিয়ে যেসব বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ উত্তরপূর্বের মণিপুর রাজ্যে যেসব সহিংস ঘটনা ঘটছে ‑ তা নিয়ে নানারকম ভুয়া তথ্য ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেটের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এটা থামাতে চেষ্টা করলেও তা ঘটছে। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু কুকি উপজাতির লোকদের মধ্যেকার এই সংঘাত সম্প্রতি বিশ্বব্যাপি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে।

বিশেষ করে দু'জন মহিলাকে নগ্ন করে একদল লোক আক্রমণ চালাচ্ছে ‑ এমন এক ভিডিও ভাইরাল হলে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

যৌন সহিংসতা সম্পর্কে ভুয়া দাবি

মে মাসের প্রথম দিকে যখন মণিপুর রাজ্যে সহিংসতা বাড়ছিল তখন থেকেই নারীদের ওপর আক্রমণ ছিল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর দাবির একটি অন্যতম উৎস। গত ৩রা মে সংঘাত শুরু হবার পরপরই কর্তৃপক্ষ মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়। এর কারণ ছিল বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে ভুয়া তথ্য ও মিথ্যা দাবির বিস্তার থামানো। একদিন পর এ বিধিনিষেধ রাজ্যটির সকল ইন্টারনেট সেবায় সম্প্রসারিত করা হয়।

কিন্তু তার মধ্যেই প্লাস্টিক ব্যাগে জড়ানো এক নারীর মৃতদেহের এক বীভৎস ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। এটিকে ভুলভাবে একজন মেইতেই নার্সের মৃতদেহ এবং তাকে কুকি পুরুষরা ধর্ষণ ও হত্যা করেছে বলে উল্লেখ করা হয় ।

এ ছবিটি যে শুধু সামাজিক মাধ্যমেই প্রচার পেয়েছে তা নয় ‑ আমরা এমন প্রমাণও পেয়েছি যে চূড়াচাঁদপুর জেলাতেও এটি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার হয়েছে ‑ যেখানে গত ৩রা মে সংঘর্ষ হয়েছিল।

এই ছবিটিকে ঘিরে যেসব দাবি করা হচ্ছে তা মিথ্যা, কারণ এটি আদৌ মণিপুরে তোলা হয় নি। এ ছবিটি হচ্ছে ২১-বছর বয়স্ক আয়ুশি চৌধুরির ‑ যাকে গত বছর দিল্লিতে হত্যা করা হয়।

একইভাবে গত ৫ই মে সামাজিক মাধ্যমে একটি মিথ্যা দাবি করা হয় যে সাত বছর বয়সী একটি মেইতেই শিশু এবং ৩৭ জন মেইতেই নারীর মৃতদেহ মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফলের শিজা হাসপাতালে পোস্ট মর্টেমের অপেক্ষায় আছে ‑ যে নারীদের ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়।

টুইটারে আরো বেশ কিছু পোস্টে এই দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয় ‑ প্রায় একই শব্দ ব্যবহার করে। এই পোস্টগুলো শেয়ার করা হয় নতুন কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে।

বিবিসি আরো দেখেছে যে একই শব্দ ব্যবহার করে স্থানীয় মণিপুরী ভাষাতেও টেক্সট বার্তা পাঠানো হচ্ছে। নিচের ছবিতে এর একটা উদাহরণ দেখা যাচ্ছে। মণিপুরে কর্মরত সাংবাদিকরা আমাদের বলেছেন যে মোবাইল সেবা বন্ধ করে দিলেও টেক্সট বার্তার মাধ্যমে এখনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে।

শিজা হাসপাতাল বিবিসিকে বলেছে যে এ ঘটনা আদৌ ঘটেনি। তাছাড়া একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের পোস্ট মর্টেম করার কোন ক্ষমতা নেই বলেও তারা জানিয়েছে।

মিয়ানমার, মণিপুর নয়

মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের আরো উদাহরণ আছে। এর মধ্যে আছে একটি অত্যন্ত রগরগে ভিডিও ‑ যাতে একটি রাস্তার ওপর একজন মহিলাকে আক্রমণ ও হত্যা করার দৃশ্য দেখা যায়। বলা হচ্ছে এই রাস্তাটি মণিপুরে।

জুন মাসের শেষ দিকে এই ভিডিওটি মণিপুর হ্যাশট্যাগ দিয়ে শেয়ার করা শুরু হয়।

এটি হাজার হাজার বার দেখা হয়েছে এবং কিছু লোক দাবি করেন যে এতে সশস্ত্র লোকেদের হাতে একজন কুকি নারীকে হত্যার ঘটনা দেখা যাচ্ছে। আক্রমণকারীরা মেইতেই জনগোষ্ঠীর বলে পূর্বেই অনুমান করে নেয়া হয়।

এক সপ্তাহ আগে এ ভিডিওটি আবার দৃশ্যমান হয়। সাথে একই দাবি এবং এই ঘোষণা যে এটি ঘটেছে মণিপুরে।

এই ভিডিওটি মণিপুরের নয়, এবং আক্রমণের শিকার নারীটি একজন কুকি মহিলা নন।

এ ভিডিওটি প্রতিবেশী মিয়ানমারের, এবং এ ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২২ সালের জুন মাসে ‑ মণিপুরের সহিংসতা শুরুর অনেক আগে। ভারতীয় একটি ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইট এটির কোন সত্যতা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে।

এ ভিডিওটি কত ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হয়েছে তার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু এটি যে মণিপুরের ভেতরেই প্রচার হচ্ছিল তা নিশ্চিত কারণ রাজ্য পুলিশ প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে কেউ এ ভিডিওটি শেয়ার করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ্রেফতারের ব্যাপারে ভুল তথ্য

গত ১৯শে জুলাই একটি ভিডিও বের হয় যাতে দু'জন কুকি মহিলার ওপর একদল লোকের আক্রমণের ভিডিও বের হয়। এ ঘটনাটি মে মাসের প্রথম দিকের। এর পর মণিপুরে সহিংসতার খবর সংবাদ শিরোনাম হয়। তবে তার পরেও ভুল তথ্য প্রচার অব্যাহত রয়েছে।

পর দিন একটা দাবি ছড়িয়ে পড়ে যে ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজন মুসলিম লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

যারা এটি শেয়ার করেছেন তাদের মধ্যে আছেন তেজিন্দর পাল সিং বাগ্গা ‑ যিনি ক্ষমতাসীন দল বিজেপির একজন রাজনীতিবিদ।

মি. বাগ্গার টুইট বার্তাটি ১০ লাখেরও বেশি বার দেখা হয়েছে, হাজার হাজার বাইর রিটুইট করা হয়েছে।

এতে লোকটিকে মণিপুর মামলার প্রধান অভিযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। আর মণিপুর কেস বলতে বোঝানো হয় দুই মহিলার ওপর আক্রমণের ঘটনাটিকে।

কিন্তু এটা ছিল বিভ্রান্তিকর। কারণ মণিপুরের পুলিশ সেদিন একজন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছিল ঠিকই ‑ কিন্তু তার কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পুলিশ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এসব গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। তারা সেই মহিলার ওপর আক্রমণের ঘটনার সাথে মুসলিম লোকটিকে সম্পর্কিত করেনি।

এএনআই বার্তা সংস্থা ‑ যারা ভুলভাবে রিপোর্ট করেছিল যে এই লোকটির গ্রেফতারের সাথে নারীর ওপর আক্রমণের ঘটনাকে সম্পর্কিত ‑ তা তারা পরে সংশোধন করেছিল। তারা বলেছিল, পুলিশের টুইট পড়তে ভুল হওয়ার কারণে সেই ভুলটি হয়েছে।

তবে বিজেপির নেতা মি. বাগ্গা এখন পর্যন্ত তার সেই টুইটটি সংশোথন করেননি বা এর কোন ব্যাখ্যা দেননি।

এ ব্যাপারে বিবিসির প্রশ্নেরও তিনি কোন জবাব দেননি।

রাশিয়ার মন্ত্রীকে নিষিদ্ধ ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করলেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম

পিয়ংইয়ং (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সাথে একটি প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন। ওই প্রদর্শনীতে উত্তর কোরিয়ার নিষিদ্ধ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করা হয়, যখন দুই দেশ সম্পর্ক জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম একথা জানিয়েছে।

রাশিয়ার মন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং একজন পলিটব্যুরো সদস্যসহ চীনের একটি প্রতিনিধি দল উত্তর কোরিয়ায় বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপিত কোরিয়ান যুদ্ধের সমাপ্তির ৭০তম বার্ষিকীতে এই সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ায় পৌঁছেছেন।

রুশ এবং চীনা সমর্থনে গৃহীত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের অধীনে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবে এই সপ্তাহে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে একত্রিত তিন দেশের সংহতি প্রদর্শনের জন্য একটি পটভূমি তৈরি করেছে।

শোইগুর সফর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর উত্তর কোরিয়ায় রাশিয়ার কোনো প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রথম সফর।

উত্তর কোরিয়ার জন্য রুশ এবং চীনা প্রতিনিধিদের আগমন করোনা ভাইরাস মহামারির পরে বিশ্বের কাছে উত্তর কোরিয়ার সাথে প্রথম বড় যোগাযোগ।

উত্তর কোরিয়ার গণমাধ্যম জানিয়েছে, শোইগু কিমকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একটি চিঠি দিয়েছেন। কিম শোইগুর নেতৃত্বে সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই সফর উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত এবং ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে।

কেসিএনএ ইউক্রেনের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেনি তবে উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাং সান নাম বলেছে, উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ এবং তার সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

মাইক্রোচিপ রপ্তানিতে জাপানের নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ক্ষুব্ধ চীন

বেইজিং ঃ জাপান এই সপ্তাহে উন্নত মাইক্রোচিপ প্রযুক্তির উপর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য চীন, এমনটাই ব্যাপকভাবে মনে করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক সেমিকন্ডাক্টরের দুই প্রধান উৎপাদক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ড দ্বারা আরোপিত সাম্প্রতিক বিধিনিষেধের প্রতিফলন ঘটিয়েছে জাপান। টোকিও ২৩ ধরনের সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি তালিকাভুক্ত করেছে যা এখন রপ্তানি বিধিনিষেধের অধীন। ২৩ জুলাই থেকে এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত মাইক্রোচিপ উৎপাদন সরঞ্জাম যেমন সিলিকন ওয়েফারে ফিল্ম জমা করা যন্ত্র, চিপগুলির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সার্কিটগুলি বের করে দেয় এমন ডিভাইস। টোকিওতে জাপান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের বিশ্লেষক ইযোশিয়াকি তাকায়ামা বলেছেন, এই নিয়ন্ত্রণ উন্নত চিপ তৈরির ক্ষেত্রে চীনের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে। বুধবার ভিওএকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাকায়ামা বলেন, জাপানের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিপূরক কারণ অত্যাধুনিক চিপ তৈরি করার ক্ষমতসম্পন্ন সংস্থার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। জাপানি পদক্ষেপ চীনের জন্য কেবল উন্নত চিপ আমদানি করাই নয়, সেই সঙ্গে এই চিপ তৈরি করাও কঠিন করে তুলবে। তিনি যোগ করেছেন যে, বেইজিং অত্যাধুনিক সেমিকন্ডাক্টর তৈরির পরিবর্তে মাঝারি ও নিম্নমানসম্পন্ন সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করে তার সেমিকন্ডাক্টর সংক্রান্ত কৌশল পরিবর্তন করছে বলে মনে হচ্ছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং ২৪ জুলাই সাংবাদিকদের বলেন, চীনের গুরুতর উদ্বেগকে উপেক্ষা করে জাপান রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি ও বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে চীনকেই লক্ষ্য করে।আমরা এই পদক্ষেপের প্রভাব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব এবং দৃঢ়ভাবে আমাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করব। তাকায়ামা বলেন, প্রতিশোধ নিতে জাতীয় নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে চীন মে মাসে আমেরিকান সংস্থা মাইক্রন থেকে সেমিকন্ডাক্টর আমদানি নিষিদ্ধ করেছে।